PN-ACP-497

সমন্বিত স্বার্থরক্ষায়

জনস্বার্থমূলক মামলার স্বার্থকতা

The Asia Foundation

সমন্বিত স্বার্থরক্ষায়
জনস্বার্থমূলক মামলার স্বার্থকতা

প্রকাশ কাল
মার্চ, ২০০২

মুদ্রণ স্বত্ব
দি এশিয়া ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ

এশিয়া ফাউন্ডেশনের পক্ষে কেস স্টাডি প্রস্তুতকরণ ও সমন্বয়
ড. শাহ্‌নাজ হুদা, কনসালট্যান্ট
ড. ক্যারেন এল. ক্যাম্পার, প্রতিনিধি
ডান টুরেলো, প্রোগ্রাম অফিসার
ডেবি ইনগ্রাম, কনসালট্যান্ট
রিফাত জাহান, প্রোগ্রাম অফিসার

অনুবাদ
শাহ্‌নুর ওয়াহিদ

নকশা ও মুদ্রণ
দি ক্যাড সিস্টেম, ঢাকা

এই প্রকাশনা সম্ভব হয়েছে ডেমোক্র্যাসি পার্টনারশীপ কো-অপারেটিভ এগ্রিমেন্টের (নং ৩৮৮-এ-০০-৯৫-০০০৪০-০০) অধীনে ইউ এস এজেন্সী ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টের সহায়তায়। এখানে যে মতামতগুলো প্রকাশ করা হয়েছে তা একান্তই লেখকের এবং কোন ক্রমেই ইউ এস এইডের ধারণা নয়।

বিষয়সূচী

ভূমিকা ১

বাংলাদেশে জনস্বার্থমূলক মামলার (Public Interest Litigation-PIL) প্রেক্ষিত ৩

ডেমোক্রেসি পার্টনারশীপ (DP)-এর অধীন জনস্বার্থ মামলা ৬

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) ৭

মামলাসমূহঃ ৮

- পুলিশের ক্ষমতার অপব্যবহার এবং নারী ও অপ্রাপ্তবয়স্কদের আটক করা ৮
- সুস্থ জীবন ধারণের পরিবেশের অধিকার ১০
- ভূমি ব্যবহার ১০
- ভোক্তা অধিকার ১২
- দুর্ঘটনা, চিকিৎসা ক্ষেত্রে অনাচার এবং চাকুরিচ্যুতির সময় ক্ষতিপূরণ দানের নিয়ম না মানা ১২
- পারিবারিক আইন ১৩
- বৈষম্য ১৩
- শিক্ষা প্রদান ১৪

বাংলাদেশ এনভায়রন্‌মেন্টাল লইয়ার্স এসোসিয়েশন (বেলা) ১৫

মামলা সমূহঃ ১৭

- ভূমি ব্যবহার ১৭
- বেঁচে থাকা, স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যসম্মত অবস্থায় জীবনধারণের অধিকার ১৯
- শিশু অধিকার ২০
- বৈষম্য ২১
- ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য ২১

ফলাফল সম্পর্কে শিক্ষা ও অন্তর্দৃষ্টি লাভ ২২

মামলা নির্বাচনের নীতিকৌশল ও সাফল্যের নিরূপক ২৬

সচল বিচার ব্যবস্থার আবশ্যকতা ২৮

প্রতিবন্ধকতা ৩০

ভবিষ্যতের পথে ৩১

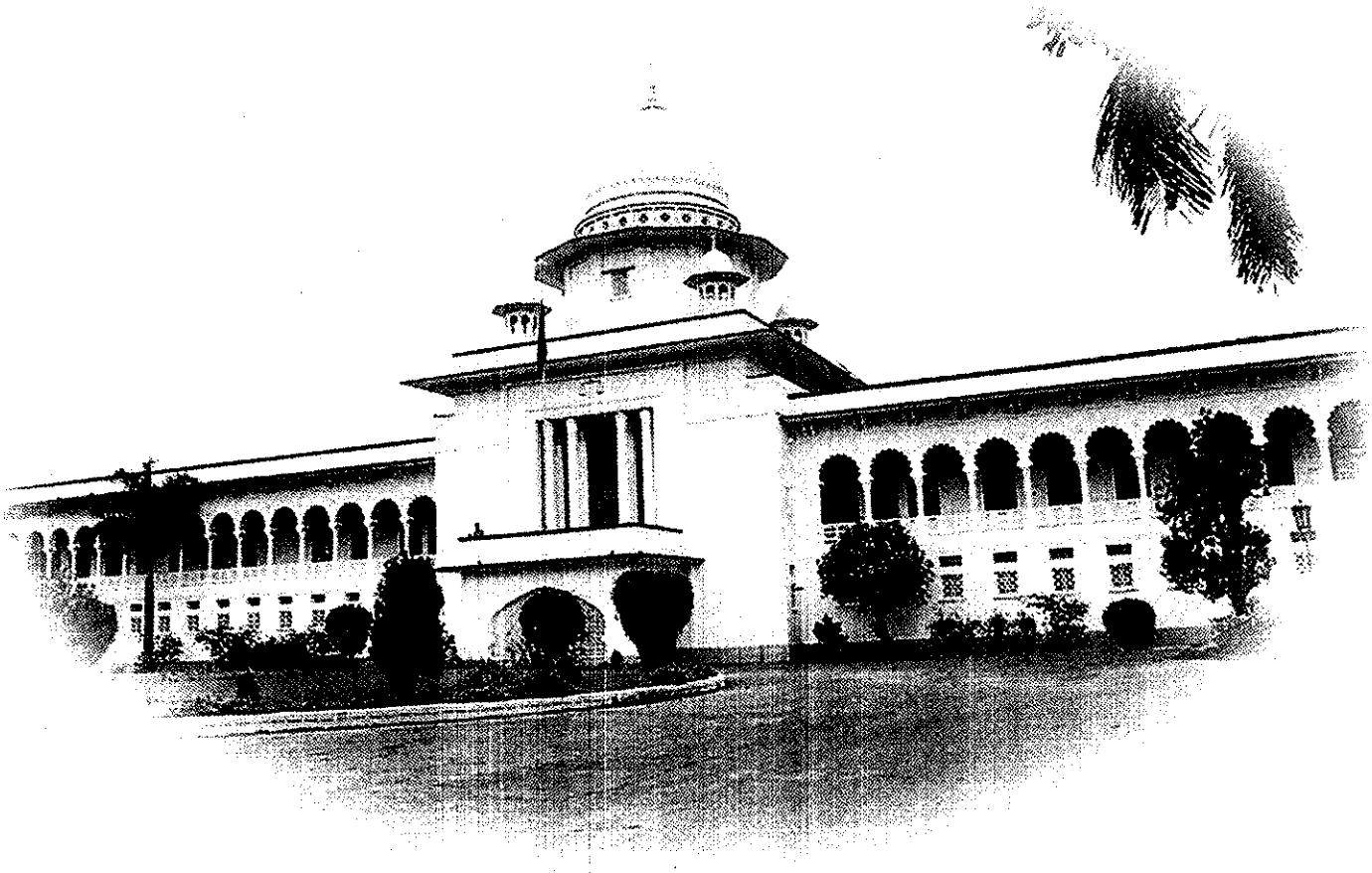

ভূমিকা

ডেমোক্রেসি পার্টনারশীপ (Democracy Partnership-DP) ইউ এস এইড (USAID) ও দি এশিয়া ফাউন্ডেশন (The Asia Foundation, TAF)-এর সমন্বয়ে ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য এনজিওগুলোকে জনগোষ্ঠীভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় নির্বাচিত সংস্থাসমূহের সঙ্গে সরাসরি কাজে লিপ্ত হতে উৎসাহিত করা যাতে শাসন প্রক্রিয়া ও গ্রামীণ বিচার ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হয়। পার্টনারশীপ বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে শাসন প্রক্রিয়া উন্নয়নে দাতাগোষ্ঠীর প্রথম উদ্যোগের স্বাক্ষর বহন করে। কর্মসূচীর প্রথম বছরগুলোতে ডেমোক্রেসি পার্টনারশীপ নীতি নির্ধারণে অংশীদার হিসেবে ব্র্যাক-কে জড়িত করেছিল। পার্টনারশীপের সম্পদের বৃহত্তর অংশ যদিও স্থানীয় পর্যায়ে ব্যয়িত হয়েছে, জাতীয় নীতি, আইন প্রণয়ন, ব্যবহারশাস্ত্র এবং নির্বাচন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত ক্ষেত্রসমূহকে প্রভাবিত করার প্রচেষ্টাতেও পার্টনারশীপ মদদ দিয়েছে। স্থানীয় জনগণের ক্ষমতায়নে এ-সকল ক্ষেত্রের সরাসরি প্রভাব আছে বলে মনে করা হয়।

ডেমোক্রেসি পার্টনারশীপের বিশেষ কর্মক্ষেত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে নাগরিকদের স্বার্থের প্রশ্নে তাদের পক্ষ সমর্থন করা, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করা, স্থানীয় নির্বাচিত সংস্থাগুলোর কাজের মানোন্নয়ন এবং তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, আইনি অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি, এবং গ্রামের সালিশি বোর্ড-কে বিরোধ নিষ্পত্তির একটি বিকল্প মাধ্যমরূপে গড়ে তোলা। ডেমোক্রেসি পার্টনারশিপের সবচেয়ে উৎসাহজনক সাফল্যের একটি হলো জনস্বার্থ-সংক্রান্ত মামলাকে নীতিমালা সংস্কারের একটা কার্যকর হাতিয়ারের রূপ দেয়া। জনস্বাস্থ্য, ভোক্তা অধিকার, পরিবেশ, চিকিৎসা ক্ষেত্রের অনাচার এবং দুর্বল শ্রেণীর মৌলিক সাংবিধানিক অধিকার সম্পর্কিত সংকটপূর্ণ বিষয়গুলো সুরাহা করতে আইনি প্রচেষ্টার ফলাফল ও প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হয়েছে। এসব প্রচেষ্টার সবিশেষ তাৎপর্য এইখানে যে ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশের আদালত তার কার্য-পরিধি ব্যক্তিগত মামলাকারীর মধ্যে সীমিত রেখেছে। সুবিচারের সুযোগ পাওয়ার তাৎপর্য এদেশে অত্যধিক। এই প্রথম জনসাধারণের এক বিরাট অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাদের হয়ে তৃতীয় পক্ষের একজন আইনজ্ঞ সরাসরি বিচারের সম্ভাবনা পৌছে দিচ্ছেন সাধারণের কাছে, বিশেষ করে গরীবদের কাছে এবং সেই-সব শ্রেণীর কাছে যারা ইতিপূর্বে ছিল ক্ষমতাহীন।

জনস্বার্থ-সংক্রান্ত মামলাতে এই-সব সাফল্য আনতে এশিয়া ফাউন্ডেশন দুইটি দেশীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করছে। ব্লাস্ট (Bangladesh Legal Aid and Services Trust - BLAST) পুলিশের নৃসংশতা, জমির ব্যবহার, ভোক্তা স্বার্থরক্ষা, চিকিৎসা ক্ষেত্রে অনাচার, দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ, পরিবার আইন ও বৈষম্য সংক্রান্ত মামলা দায়েরের উদ্যোগ নিয়েছে। পক্ষান্তরে বেলা (Bangladesh Environmental Lawyers Association-BELA) পরিবেশ, শিশু অধিকার, জমির ব্যবহার ও বৈষম্য সংক্রান্ত মামলা নিয়ে আসে। তাছাড়া বেলা প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করেছে এবং নাটক, ব্যঙ্গচিত্র ও প্রামাণিক চলচ্চিত্রের মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে। তাছাড়া সরকারি মন্ত্রণালয়গুলোর সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করে সংস্কারের পক্ষে এবং জনস্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে ভূমিকা রেখেছে।

বাংলাদেশে জনস্বার্থ-সংক্রান্ত মামলার প্রেক্ষিত

জনস্বার্থ-সংক্রান্ত মামলা একটি বৈধ কার্যক্রম যা আদালতের মাধ্যমে নেয়া হয়। এর লক্ষ্য কোনো ব্যক্তি বা ক্ষুদ্রসংখ্যক লোকের বদলে জনসাধারণ বা জনসাধারণের এক বৃহৎ অংশের স্বার্থ তুলে ধরা। বাংলাদেশে জনস্বার্থ-সংক্রান্ত মামলা বিশেষ করে লোকসংখ্যার সেই অংশের প্রতি নজর রেখেছে যারা আদালতে মামলা দায়ের করে তার আইনি অধিকার নিয়ে লড়াই করার এবং এই অধিকার মান্য না হলে প্রতিবিধান দাবী করার ক্ষমতা রাখে না অর্থাৎ যারা অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে বঞ্চিত।

জনস্বার্থ সংক্রান্ত মামলা প্রয়োজন এই কারণে যে সংবিধান-স্বীকৃত মৌলিক অধিকার সরকার, আধা-সরকারি সংস্থা বা ব্যক্তি সবসময় মান্য করে চলে না, বিশেষভাবে সেই-সব ক্ষেত্রে যেখানে শোষিত বা ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে সহজে চিহ্নিত করা যায় না এবং তারা যখন ব্যক্তিবিশেষ না হয়ে একটা বৃহত্তর জনগোষ্ঠী। এ-ধরণের মামলার আইনি ভিত্তির গোড়াতে রয়েছে বাংলাদেশের সংবিধানের ৪৪ অনুচ্ছেদ। এই অনুচ্ছেদে কতকগুলো মৌলিক অধিকার প্রয়োগের বিধান রয়েছে, যেমন আইনের দৃষ্টিতে সমানাধিকার, বৈষম্যের নিরসন, বেঁচে থাকার এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার এবং গ্রেপ্তারি, আটকে রাখা, বিচার ও শাস্তি ভোগের ব্যাপারে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা।

অনুচ্ছেদ ৪৪-এ ১০২ অনুচ্ছেদের ধারা (১) অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগের সামনে প্রস্তাব রাখার অধিকারও নিশ্চিত করা হয়েছে। এই ধারায় "কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে প্রজাতন্ত্রের বিষয়াবলীর সহিত সম্পর্কিত কোন দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিসহ যে কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে হাইকোর্ট বিভাগ উপযুক্ত নির্দেশাবলী বা আদেশাবলী দান করিতে পারিবেন"।

অনুচ্ছেদ ১০২ (২) হাইকোর্টকে বিচার পর্যালোচনার ক্ষমতা দিয়েছে এবং এর অন্যান্য ধারায় বিভিন্ন ধরণের রিটের আকারে নির্দেশ জারি করার ক্ষমতা দিয়েছে যেমন প্রহিবিশন (কোন সরকারী কর্তৃপক্ষের কোন কাজ নিষিদ্ধ করা বা নিবৃত্ত করা), ম্যান্ডামাস (যার বলে কোনো সরকারী কর্তৃপক্ষকে কোনো কাজ করতে নির্দেশ দেয়া বা বাধ্য করা যায়), সারশিওরাবি (যার বলে কোনো নিম্নস্থ আদালতের রেকর্ডপত্র তলব করা যায়), হেবিয়াস কর্পাস (যার বলে কোনো ব্যক্তির আটক বা কারারুদ্ধ থাকার বৈধতা অনুসন্ধান করা যায়) এবং কুয়ো ওয়ারান্টো (যার বলে কোনো কর্তৃপক্ষকে কোনো বিশেষ কাজের কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেয়া যায়)। মূলত, ১০২ অনুচ্ছেদের অধীন সকল মামলায় কেউ রিট দাখিল করতে চাইলে তাকে "সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি"[১] হতে হবে ব্যতিক্রম কেবল হেবিয়াস কর্পাস [১০২(২) (খ) (১)] এবং কুয়ো ওয়ারান্টো [১০২(২)(খ) (২)]।

বিগত বহু বছর ধরে বাংলাদেশে অন্যান্য অনেক দেশের মতো (যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতসহ) "সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির" ব্যাখ্যা করা হতো খুব সীমিত অর্থে। 'লোকাস স্ট্যান্ডাই' বা আদালতে দাঁড়াবার অধিকার প্রথাগতভাবে কেবল সেই ব্যক্তিকে দেয়া হতো যে বিবাদী পক্ষ দ্বারা আইনগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাই কোনো তৃতীয় পক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির অনুকূলে

[১] রিট সম্বন্ধে সার্বিকভাবে জানতে হলে দেখুন Bhagabati Prosad (1998). Writ Remedies: Wadha & Company, Nagpur at p. 31. For more on Article 102 of the Bangladesh Constitution see Ahmed, Naim (1999). Public Interest Litigation: Constitutional Issues and Remedies; BLAST, Dhaka at pp. 118-119 and Islam, Mahmudul (1995). Constitutional Law of Bangladesh; BILIA, Dhaka at p. 385.

প্রতিবিধান চেয়ে আদালতে যাবার অনুমতি দেয়া হয়নি। অবশ্য 'লোকাস স্ট্যান্ডাইয়ের' এই সঙ্কীর্ণ ধারণা গত কয়েক দশক ধরে বিভিন্ন দেশে বিতর্কিত হয়েছে এবং ক্রমশই আদালতগুলো-কে জনস্বার্থের পক্ষ নিয়ে মামলা করার সুযোগ করে দিচ্ছে-।

বাংলাদেশ হাইকোর্ট "ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির" ধারণা ব্যাখ্যাকল্পে প্রথম উদারনীতি গ্রহণ করে ১৯৭৪ সালের কাজি মুখলেসুর রহমান বনাম বাংলাদেশ মামলায়[২] যেটা বেরুবারি মামলা বলে সাধারণের কাছে পরিচিত। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সম্পাদিত দিল্লী চুক্তির বলে বেরুবারি (দক্ষিণ বেরুবারি ইউনিয়ন ১২-এর দক্ষিণ-অর্ধাংশ কতকগুলো ছিটমহলসহ) ভারতের কাছে হস্তান্তরিত করা হয়। কাজি মুখলেসুর রহমান বলে একজন নাগরিক বিষয়টা আদালতে উত্থাপিত করে বাংলাদেশের নির্বাহী বিভাগ কর্তৃক একটা বিদেশী শক্তির সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করার সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

লোকাস স্ট্যান্ডাই প্রশ্নটার উদার ব্যাখ্যা দেয়া হয় এবং দেশের সমগ্র ভূভাগব্যাপী অধিকার সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করায় জনাব রহমানের প্রার্থনা মঞ্জুর করা হয়। একজন ব্যক্তি কেবল সে নিজে অথবা তার সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত বা অন্যায়ের শিকার হলে সে প্রতিবিধান দাবি করতে পারবে, এই ধারণা পরিহার করা হয়, যেহেতু মামলাটি বেরুবারির জনগণের সম্পত্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বেরুবারি মামলায় ভবিষ্যৎ বিবর্তনের আভাস পাওয়া গেলেও দেশের সর্বোচ্চ আদালত জনস্বার্থ মামলাকে স্বীকৃতি দেয় ১৯৯৬ সালে[৩]। ১৯৯৪ সালে বেলা বন্যা প্রতিরোধ পরিকল্পনার (FAP) বাস্তবায়ন বন্ধ করার জন্যে টাংগাইল জেলার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে[৪] রিট আরজি দাখিল করে। বেলা-এর দাবি ছিল এই পরিকল্পনা টাংগাইলের মানুষ ও পরিবেশ উভয়ের ক্ষতি সাধন করবে। প্রথমে আদালতে মামলা উত্থাপন করার বেলার অধিকার খারিজ হয়ে যায়। অতঃপর বেলা ১৯৯৬ সালে এই রায়ের[৫] বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে আপিল করলে সেখানে সিদ্ধান্ত তার পক্ষে হয়[৬]। সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদে "যে কোনো ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি" কথাটির এভাবে ব্যাখ্যা করা হয় যার ফলে বেলা টাংগাইলের জনগণের পক্ষে মামলা রুজু করার অনুমতি লাভ করে। আদালত অভিমত দেয় যেঃ

অনির্দিষ্ট সংখ্যক লোকের প্রতি অবিচার তাদের ক্ষয়-ক্ষতি বা অধিকার হরণের প্রশ্ন যতটা জড়িত, জনসাধারণের যে-কোনো সদস্য, সে যখন অন্যদের সঙ্গে কোনো অভিন্ন ক্ষয়-ক্ষতি বা আগ্রাসনের ভুক্তভোগী, অথবা কোনো নাগরিক বা দেশীয় সমিতি যা কোনো বিদেশী প্রতিষ্ঠানের দেশীয় শাখা হতে স্পষ্টত ভিন্ন, যে সেই বিশেষ উদ্দেশ্য অর্জনে লিপ্ত সেও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি এবং অনুচ্ছেদ ১০২ এর আওতায় ক্ষতিপূরণ আবাহন করার তার অধিকার-আছে[৭]।

এই মামলা একটা পূর্বদৃষ্টান্ত স্থাপন করল যার বলে অর্থাভাব বা সচেতনতার অভাবের কারণে মৌলিক অধিকার হরণের বিরুদ্ধে প্রতিবিধান দাবি করতে পারছে না, সেই জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে লোকহিতৈষণায় উদ্বুদ্ধ কোন ব্যক্তি প্রতিবিধান চাইতে পারেন। এই মামলা জনস্বার্থ মামলার পথ খুলে দিলো। অর্থনৈতিক বা সামাজিকভাবে বঞ্চিত শ্রেণী ও গোষ্ঠী বিচারের সুযোগ লাভ করল যার ফলে সকলের মৌলিক অধিকার কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হলো। বাংলাদেশে জনস্বার্থ মামলার অভ্যুদয়কে দেশের সকল নাগরিকের জন্যে সাংবিধানিক অধিকারসমূহ কার্যক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করার প্রচেষ্টারূপে দেখা যায়। আরো স্থিতিশীল ও

[৩] 26 DLR (SC) (1974) 44.

[৩]যে ঘটনা প্রবাহের ফলে লোকাস স্ট্যান্ডাই সম্বন্ধে ব্যাপক ব্যাখ্যা দেয়া হলে সে সম্পর্কে বিশদ জানতে হলে দেখুন Ahmed Naim (1999). Public Interest Litigation: Constitutional Issues and Remedies; BLAST, Dhaka.

[৪]এশিয়া ফাউন্ডেশনের একটা প্রকল্পের অনুদান দ্বারা এই মামলা চালানো হয়েছিল। -Project

[৫] CA no 24/1995.

[৬] Dr. Mohiuddin Farooque vs. Bangladesh 49 DLR (AD) (1997)1.

[৭]প্রাগুক্ত

উজ্জীবিত গণতন্ত্রের পথে অগ্রযাত্রার জন্যে দরকার এমন একটা রাষ্ট্র যার তিন শাখারই প্রধান লক্ষ্য হবে জনকল্যাণ।

জনস্বার্থ মামলা সুশীল সমাজের কর্তাদের এই ধারণা মূর্ত করতে সাহায্য করে যে রাষ্ট্র জনকল্যাণের সংরক্ষক এবং মৌলিক অধিকার ও নীতিমালা কেবল একটা প্রেরণার উৎস নয়, কার্যক্ষেত্রে সেগুলোর প্রয়োগ রাষ্ট্রের কাছে দাবি করা যায়।[৮] তাছাড়া জনস্বার্থ মামলা "সমবন্টনভিত্তিক সুবিচারের অবিচ্ছেদ্য অংশ, যেটা স্বল্পসংখ্যক সুবিধাভোগী শ্রেণীর জন্যে সুবিচার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আইন ও সুবিচার লাভের সুযোগ নিশ্চিত করার এই প্রক্রিয়ার একটা অংশ হলো জনস্বার্থ মামলা। সুবিচার নিশ্চিত করা আমাদের সাংবিধানিক অঙ্গীকারও বটে।"[৯]

[৮] Hossain, Sara and Mirza Hussan (1999). "Public Interest Litigation in Bangladesh: Recent Trends" in Grameen Poverty Research. Vol. 5, No. 1, April 1999, p.5

[৮9] Islam, Amirul (1997). "A Review of Public Interest Litigation Experiences in South Asia" in Public Interest Litigation in South Asia: Rights and Remedies. Hossain, Sara; Shadeen Malik, and Bushra Musa (Editors). University Press Limited, Dhaka. Pp 55-6.

ডেমোক্রেসি পার্টনারশিপের অধীন জনস্বার্থ মামলা

একটি জাতির সাধারণ নাগরিকদের বিচারের সহজলভ্যতা ও মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে সরকারের যে দায়-দায়িত্ব রয়েছে, এই নীতি জনস্বার্থ মামলার কারণেই কার্যকর হয় এবং সুশাসন পরিচালনা সম্ভব হয়। এই দিক দিয়ে জনস্বার্থ মামলা ডেমোক্রেসি পার্টনারশিপের এক গুরুত্বপূর্ণ পরিপূরক অংশ।

এশিয়া ফাউন্ডেশন বেলা ও ব্লাস্ট-কে অতিরিক্ত মঞ্জুরি দিয়েছে যাতে তারা জনস্বার্থ মামলা পরিচালনা করে দুটি বুনিয়াদি লক্ষ্য অর্জন করতে পারে। প্রথম লক্ষ্যটি ছিল বঞ্চিত শ্রেণী যেসব ক্ষেত্রে এতদিন সুবিচারের সুবিধা পায়নি সেই সকল ক্ষেত্রে তাদের সুবিচার লাভের পথ উন্মুক্ত করে দেয়া। মৌলিক মানবাধিকার ও সাংবিধানিক স্বাধীনতা লাভের জন্যে ব্যক্তি বা সমষ্টির যে দাবি রয়েছে সেটা এর মাধ্যমে স্বীকৃতি পেয়েছে। দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল রাজনীতি ও দেশ শাসনে নাগরিকরা যাতে ব্যাপক ভিত্তিতে অংশ নিতে পারে সেই প্রক্রিয়াকে জোরদার করা। এই কর্মক্ষেত্রও ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের অধিকার আদায় করতে সাহায্য করে, তবে এর ব্যাপ্তি আরো বড় কারণ এটা জননীতি প্রণয়নে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়গুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করে আর তারই ফলে এনজিওগুলোর জননীতি প্রণয়নে সমর্থন দেয়ার বা প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা বাড়ে। ডেমোক্রেসি পার্টনারশিপের অধীনে বেলা ও ব্লাস্ট মানবাধিকার, ভূমির ব্যবহার, পরিবেশ রক্ষা, ভোক্তা স্বার্থরক্ষা সহ বিভিন্ন বিষয়ে জনস্বার্থ মামলা উৎসাহিত করেছে। এনজিওগুলো জনস্বার্থ মামলা পরিচালনা ছাড়াও জনগণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, সেমিনার ও কর্মশিবির পরিচালনা করেছে, একই ধরনের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংলাপে অংশ নিয়েছে, দিকচিহ্ন সৃষ্টিকারী মামলা ও সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা যাতে তথ্য মাধ্যমগুলোতে তুলে ধরা হয় সেটা উৎসাহিত করেছে এবং বাংলাদেশে জনস্বার্থ মামলা পরিচালনার জন্য অনুকূল ও সহায়ক পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কাজকর্ম চালিয়েছে। আইনি পূর্বদৃষ্টান্ত স্থাপনে এবং জননীতি প্রণয়নে এনজিও-র সম্পৃক্তি অর্জনে তাদের সাফল্য যুগান্তকারী।

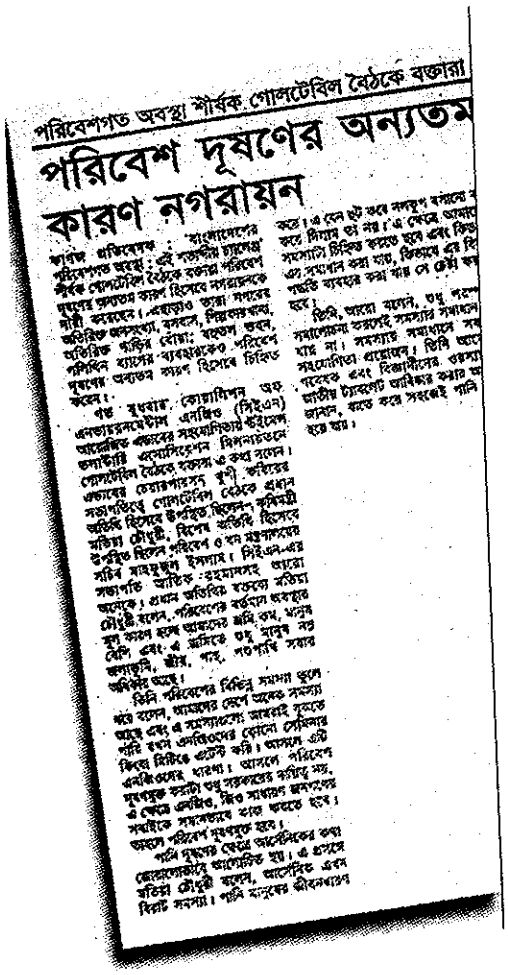

পরিবেশগত অবস্থা শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা

পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ নগরায়ন

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট-ব্লাস্ট (Bangladesh Legal Aid and Services Trust-BLAST)

ব্লাস্ট একটি মুনাফা-মুক্ত ট্রাস্ট এবং বেসরকারি সংস্থা যা ১৯৯৩ সাল থেকে সক্রিয়। এটা দরিদ্র মামলাকারীদের আইনি সহায়তা দেয় এবং মানবাধিকার নিয়ে গবেষণা চালায়। ব্লাস্ট বাংলাদেশের একমাত্র প্রতিষ্ঠান যার মূল কাজ মামলা করতে সাহায্য করা। ব্লাস্ট এর কর্মীবৃন্দ মনে করেন বিশেষ বিশেষ অন্যায়ের প্রতিবিধান করতে হলে বিচার ব্যবস্থা সুপ্রবেশ্য করতে হবে। এটা না করা হলে অন্যান্য কার্যক্রম যেমন আইনি সংস্কারের পক্ষে সমর্থন দান, আইনি সাক্ষরতা অভিযান, আইনি সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি, নারী অধিকার ও মানবাধিকার শিক্ষা কর্মসূচি কখনোই প্রকৃত অর্থে সফল হতে পারে না। ব্লাস্ট যে আইনি সেবা ও সহায়তা দিয়ে থাকে তার আদিতে রয়েছে এই যুক্তি যে আইন ব্যবস্থা ও আদালতের সুযোগ থেকে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে বঞ্চিত করা মৌলিক অধিকার ও আইনের স্মরণাপন্ন হবার সমানাধিকারের সবচেয়ে গর্হিত লঙ্ঘন।[১০]

ব্লাস্ট যে সব মামলা করার উদ্যোগ নিয়েছে তার অধিকাংশই মানবাধিকার, ভূমির ব্যবহার, জাতিগত সংখ্যালঘু বা প্রতিবন্ধীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য, অ-ন্যায়নিষ্ঠ নিয়োগ নীতি, দুর্ঘটনা ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে অনাচারের কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের পক্ষে। আইন সহায়তা দেয়া ছাড়াও ব্লাস্ট আইনজীবীদের দক্ষতা ও বিষয়-নির্দিষ্ট জ্ঞান বৃদ্ধির জন্যে বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও পাঠ্যক্রমও পরিচালনা করে। ব্লাস্ট আইনি সহায়তা দানের কর্মসূচি জোরদার করা এবং আইনজীবীদের আইন ও মানবাধিকারের ওপর তথ্যাদি সরবরাহের জন্যে গবেষণার কার্যক্রমও পরিচালনা করে।

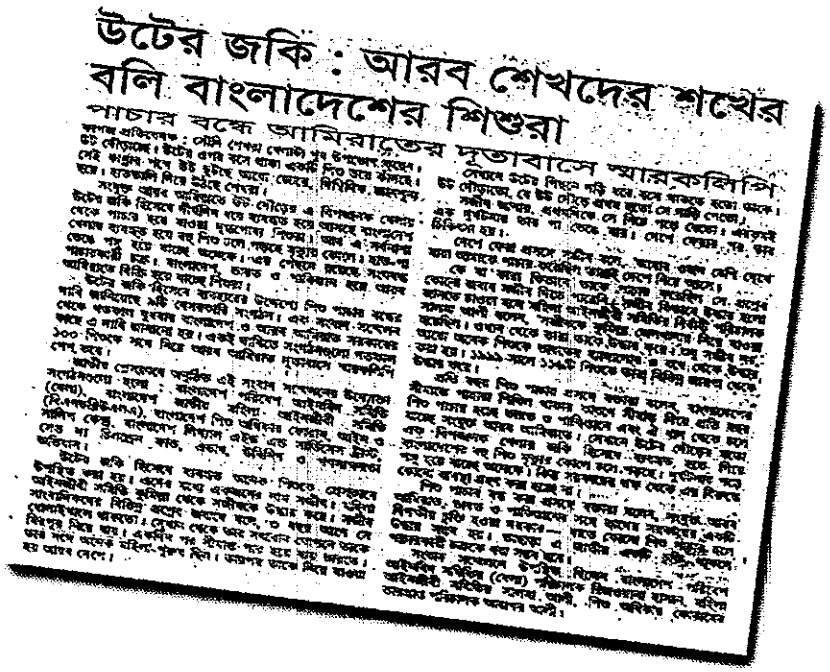
উটের জকি : আরব শেখদের শখের বলি বাংলাদেশের শিশুরা

পাচার বন্ধে আমিরাতের দূতাবাসে স্মারকলিপি

[১০] BLAST project proposal: "A Public Interest Litigation Project."

ব্লাস্ট এর কয়েকটি মামলা

ডেমোক্রেসি পার্টনারশীপের নীতিকৌশলগত লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের কয়েকটি সুনির্বাচিত স্থানে কাজ চালিয়ে বঞ্চিত শ্রেণীর স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব উন্নত করা। ডেমোক্রেসি পার্টনারশীপের এই সর্বাত্মক উদ্দেশ্যের অন্তর্গত একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান ও সরকারি সংস্থাগুলোর ক্রিয়ানুভূতি বাড়ানো, প্রধানত সরকার, জনগোষ্ঠী এবং এনজিওগুলোর মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সংযোগ সংস্থাপনের সুযোগ করে দেয়া। এক্ষেত্রে কর্মসূচি বাস্তবায়নের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল দ্বিবিধ চাহিদা ও সরবরাহের কল্পরূপের ওপর ভর করে। সরবরাহ পক্ষের কাজের লক্ষ্য হলো নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভূমিকা ও দায়িত্বের ব্যাপারে তাদের অবহিতি বৃদ্ধি করা যাতে তারা তাদের নির্বাচকমণ্ডলীর স্বার্থ সম্বন্ধে আরো ওয়াকিবহাল ও উদ্যমশীল হতে পারে। নির্বাচকদের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধির প্রক্রিয়া কার্যকর করতে হবে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি করার দায়-দায়িত্ব জোরদার করতে হবে।

চাহিদা-পক্ষের কার্যক্রমের লক্ষ্য গোষ্ঠী-পর্যায়ে গড়ে-তোলা সংগঠনগুলো জোরদার করা। এতে করে বঞ্চিত নাগরিকরা তাদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সম্পদের গতি-প্রবাহ, নীতি ও কর্মসূচি সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য সহজে পাবে। ট্যাফ কর্তৃক ডেমোক্রেসি পার্টনারশীপকে সমর্থন দেয়ার ফলে এনজিওগুলোর দ্বারা সম্ভব হলো স্বপক্ষে প্রচার ও জনস্বার্থ মামলার মাধ্যমে নাগরিকদের স্বার্থ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। অতএব যেসব মামলাতে ব্লাস্ট নেতৃত্ব দিয়েছিল সেগুলো ডেমোক্রেসি পার্টনারশীপের চাহিদা-পক্ষের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমের সঙ্গে পুরোপুরি খাপ খায়।

১. পুলিশের ক্ষমতার অপব্যবহার এবং নারী ও অপ্রাপ্তবয়স্কদের আটক করা

চাঞ্চল্যকর রুবেল হত্যা মামলায়[১১] শামিম রেজা রুবেল নামে ইন্ডিপেন্ডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণীর একজন ছাত্রকে কোনো কারণ ছাড়া গ্রেপ্তার করে হত্যা করার অভিযোগ ওঠে। ব্লাস্ট ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এই নির্যাতনের বিরুদ্ধে রিট আরজি পেশ করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশের বিরুদ্ধে হুকুম জারি হয়। এই মামলায় বাংলাদেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো কর্তৃক ক্রমাগত ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। এই ধরনের ক্ষমতার অপব্যবহারের দরুন প্রায়ই পুলিশ কর্তৃক আটক কয়েদির নির্যাতনের ফলে মৃত্যু হয়েছে।

নাগরিকদের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন হয়েছে। এই ঘটনাটি সংবাদপত্রে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল। মানুষ জানতে পারল সাধারণ নাগরিকরা কত অসহায় এবং কেমন অবলীলাক্রমে আইন প্রয়োগকারীরা যে-আইন সমুন্নত রাখতে তারা শপথ নিয়েছে সেই আইনকে লঙ্ঘন করে থাকে। আদালতের চূড়ান্ত রায় এখনো পাওয়া যায়নি।

[১১] Writ Petition No. 3806/98 (Filed 28th November, 1998). Sections 54 and 167/Custodial Death Case (Rubel Murder).

জাভেদ আটক মামলায়[১২] ব্লাস্ট জাভেদ নামের দশ বছর বয়সের একটা ছেলেকে যে আইনিভাবে আটকের বিরুদ্ধে হেবিয়াস কর্পাস আরজি দাখিল করে। এই মামলার ফলে ছেলেটাকে তাৎক্ষণিক মুক্তি দেয়া হয়। কর্তৃপক্ষের ওপর হাইকোর্ট আরো আদেশ জারি করল একটি বিশ্বস্ত, মর্যাদাপূর্ণ ও সুশৃংখল পুলিশ বাহিনী প্রতিষ্ঠা করতে এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর জন্যে একটা আচরণবিধি প্রণয়ন করতে। এই মামলা সংবাদপত্রের[১৩] মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় এবং ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের স্বেচ্ছাচার থেকে নাগরিকদের রক্ষায় জনস্বার্থ মামলা কতটা সাহায্য করতে পারে সেটা প্রকাশ পায়। Bangladesh Law Cronicles[১৪]-এ হাইকোর্টের রায়ের প্রতিবেদন ছাপা হয়। এতে উল্লেখ করা হয়ঃ

> *সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পুলিশ কর্তৃক হত্যা, গুম করা এবং ক্ষমতার যথেচ্ছ অপব্যবহার যার ফলে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার নিদারুণভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে শুধু পুলিশ-প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তিই ক্ষুন্ন করেনি, এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি জনগণের আস্থা টলিয়ে দিয়েছে।*

হারুন মামলায় ব্লাস্ট মোহাম্মদপুর থানার ওসি-র বিরুদ্ধে নির্যাতন ও পাশবিকতার অভিযোগ এনে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়ার জন্যে আরজি পেশ করে।[১৫] পুলিশের একটা বিশেষ দল বেবি ট্যাক্সি ব্যবহার করে ছিনতাই ও লুট করার অভিযোগে হারুন নামের একজন যুবককে গ্রেপ্তার করেছিল। গ্রেপ্তার করার পর পুলিশের হেফাজতে হারুনকে ভয়ানক নির্যাতন ও মারধর করা হয়। বেশ কয়েকটি মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানের তদন্তে পুলিশি নির্যাতনের প্রমাণ পাওয়া গেলে ব্লাস্ট মামলা করার সিদ্ধান্ত নেয়। হারুনের ঘটনাটি জনপ্রিয় বাংলা দৈনিক 'ইত্তেফাকে' ১৯৯৮ সালের ৪ নভেম্বর প্রকাশিত হয়। মামলাটি এখন ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশের অপেক্ষায় আছে।

১৯৯৭ সালে ব্লাস্ট "নিরাপত্তামূলক হেফাজতে" আটক সুফিয়া বেগমের পক্ষ নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের[১৬] বিরুদ্ধে একটি রিট আরজি দাখিল করে। এই "নিরাপত্তামূলক হেফাজতের" প্রথা অনুযায়ী অপ্রাপ্ত বয়স্ক ভবঘুরে ও মহিলাদের দীর্ঘদিন জেলখানায় আটক রাখা হয়, দৃশ্যত তাদের নিজেদের নিরাপত্তার জন্যে। প্রায়ই এ-সব প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে যে অবস্থা বিরাজ করে, এ-সব ভবঘুরে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরলে যেমন থাকবে তার চেয়ে অনেক খারাপ হয় তাদের দুর্গতি। ব্লাস্ট কর্তৃক দায়ের-কৃত ১৯৯৭ সালের এই মামলা এবং এ-ধরনের আরো কয়েকটি মামলার ফলে নারী ও শিশু নির্যাতন আইন ২০০০ প্রণীত হলো। যে-সকল অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও নারী অপরাধের কবলে পড়েছে এবং পরিবার যাদের রক্ষা করতে পারছে না তাদের জন্যে নিরাপদ ব্যবস্থার নির্দেশ এই আইনে দেয়া হয়েছে।

২০০০ সালে ব্লাস্ট ১৩ বছর বয়স্ক হামিদার পক্ষে মামলা দায়ের করে। হামিদা ছিল পুলিশ কর্তৃক ভবঘুরে আইন ১৯৪৩-এর অধীন গ্রেপ্তারকৃত ১৯৮ জনের একজন।

[১২] Writ Petition No.4191/98 (Filed 29th December 1998).

[১৩] উদাহরণস্বরূপ, দেখুন 'প্রথম আলো', জানুয়ারী ৪, ১৯৯৯।

[১৪] BLAST vs. Bangladesh 4 BCL (1999) 600.

[১৫] Petition Case No. 3589/98.

[১৬] Writ Petition No. 1157/97.

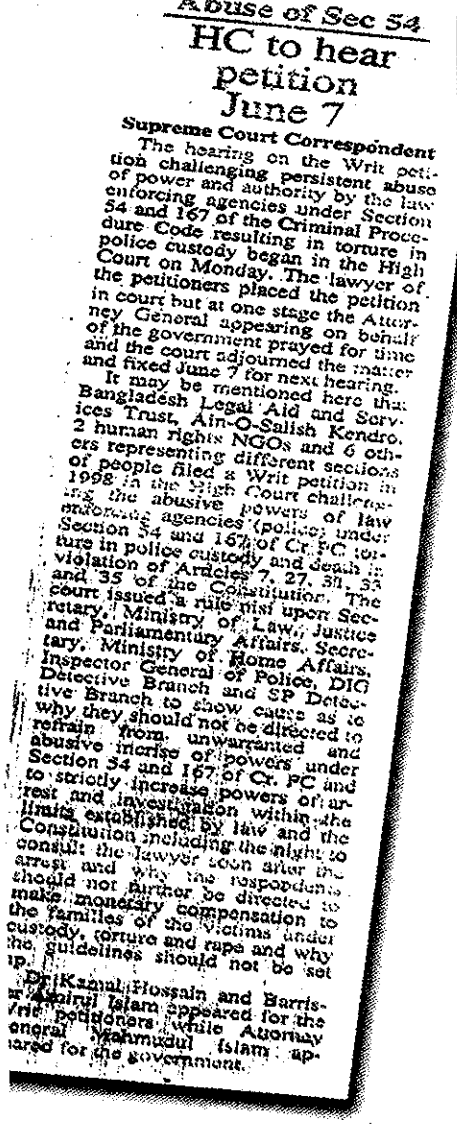

Abuse of Sec 54

HC to hear petition June 7

Supreme Court Correspondent

The hearing on the Writ petition challenging persistent abuse of power and authority by the law enforcing agencies under Section 54 and 167 of the Criminal Procedure Code resulting in torture in police custody began in the High Court on Monday. The lawyer of the petitioners placed the petition in court but at one stage the Attorney General appearing on behalf of the government prayed for time and the court adjourned the matter and fixed June 7 for next hearing.

It may be mentioned here that Bangladesh Legal Aid and Services Trust, Ain-O-Salish Kendro, 2 human rights NGOs and 6 others representing different sections of people filed a Writ petition in 1998 in the High Court challenging the abusive powers of law enforcing agencies (police) under Section 54 and 167 of Cr. PC torture in police custody and death in violation of Articles 7, 27, 31, 33 and 35 of the Constitution. The court issued a rule nisi upon Secretary, Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Secretary, Ministry of Home Affairs, Inspector General of Police, DIG Detective Branch and SP Detective Branch to show cause as to why they should not be directed to refrain from unwarranted and abusive exercise of powers under Section 54 and 167 of Cr. PC and to strictly increase powers of arrest and investigation within the limits established by law and the Constitution including the right to consult the lawyer soon after the arrest and why the respondents should not further be directed to make monetary compensation to the families of the victims under custody, torture and rape and why the guidelines should not be set up.

Dr Kamal Hossain and Barrister Asirul Islam appeared for the writ petitioners while Attorney General Mahmudul Islam appeared for the government.

হাইকোর্ট কর্তৃক মামলার চূড়ান্ত শুনানির পর হামিদাকে মুক্তি দিয়ে তার বাব-মা-র কাছে সোপর্দ করা হয়।[১৭] ইংরেজী দৈনিক 'বাংলাদেশ অবজার্ভারে' হামিদাকে হাজির করতে পুলিশের প্রতি হাইকোর্টের নির্দেশ' শিরোনামযুক্ত একটা খবরে হামিদার দুর্ভোগ ও তার পক্ষাবলম্বন করে ব্লাস্ট - এর হস্তক্ষেপের বিবরণ প্রকাশ করা হয়।[১৮]

ব্লাস্ট একবার কিশোরদের বিচার প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। আলমগীর হোসেন নামের ১৪ বছরের একটা ছেলেকে প্রাপ্তবয়স্কদের মতো বিচার করে আজীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়েছিল যা ১৯৭৪ সালের শিশু আইনের পরিপন্থী। ব্লাস্ট এর বিরুদ্ধে একটা রিট আরজি[১৯] দাখিল করে। যুক্তি দেখায় যে আদালতের বিচার অসাংবিধানিক, অবৈধ এবং এখতিয়ার-বর্হির্ভূত। মামলার যে চূড়ান্ত রায় দেয়া হলো সেটা ব্লাস্ট-এর যুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।

২. সুস্থ জীবন ধারণের পরিবেশের অধিকার

বাতাসে অতি মাত্রায় সীসার বিরুদ্ধে ব্লাস্ট মামলা দায়ের করে।[২০] পরিবেশে ও বন মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আরজি পেশ করে ব্লাস্ট লাইসেন্সবিহীন জ্বালানি ও নিম্নমানের লুব্রিক্যান্ট বিক্রয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা, বিদ্যমান দুই স্ট্রোক ইঞ্জিনবিশিষ্ট বেবিট্যাক্সির ক্রমান্বয়ে বিলুপ্তি ও যে-কোন নতুন দুই স্ট্রোক ইঞ্জিন বিশিষ্ট বেবিট্যাক্সির ওপর নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত নির্দেশ দাবি করে দূষণ সৃষ্টিকারী যানবাহনের আইনি ব্যবস্থা নেবার জন্যেও দাবি করা হয়।

আদালত থেকে রুলনিশি- শাস্তিমূলক ব্যবস্থা কেন নেয়া হবে না তার জন্যে কারণ দর্শানোর নির্দেশ - জারি হলো।

মামলাটি এখন চূড়ান্ত শুনানির অপেক্ষায় আছে। এই মামলা সংবাদ মাধ্যমগুলোতে ব্যাপকভাবে প্রচার লাভ করে এবং জনগনের মনোযোগ আকর্ষণ করে কারণ বায়ু দূষণ একটি দুরপনেয় সমস্যা এবং সমগ্র দেশ, বিশেষ করে শহরাঞ্চল, এর দ্বারা আক্রান্ত।

৩. ভূমি ব্যবহার

ব্লাষ্ট এর একটা বড় কৃতিত্ব ছিল ১৯৯৯ সালে সরকারের বস্তি অপসারণ কর্মসূচীর আদালত কর্তৃক মোকাবেলা। সরকার যখন পুনর্বাসনের কোনো বিকল্প ব্যবস্থা ছাড়াই ৩,০০০ বস্তি উচ্ছেদ করল, ১০,০০০ গরিব লোক গৃহহীন হয়ে পড়ল। দেখা গেল বুলডোজার, পুলিশ ও মাস্তান নিয়োজিত করে বস্তিবাসীদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে যেটা সংবিধানে বর্ণিত মানবাধিকারের চূড়ান্ত লঙ্ঘন। অতঃপর ব্লাষ্ট, আইন ও সালিশ কেন্দ্র এবং 'অধিকার' বিচারপ্রার্থী দুজন বস্তিবাসী সহযোগে মামলাটা হাইকোর্টে রুজু করে। গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে তাদের এই মামলায় কোনো বিকল্প ব্যবস্থা ছাড়াই এবং আইনের বিধান মতো পূর্ব বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে বস্তি

[১৭] Writ Petition No. 3768/2000.

[১৮] আরো দেখুন 'মুক্তকণ্ঠ', ২৬ জুলাই, ২০০০।

[১৯] Writ Petition No. 1341/2000.

[২০] Writ Petition No. 1694/2000.

নির্মূলকে চ্যালেঞ্জ করা হয়।[২১] হাইকোর্টের রায় বস্তিবাসীদের পক্ষে হলো। এতে নির্দেশ দেয়া হলো যে বস্তিবাসীদের ঢাকা ছেড়ে গ্রামে ফিরে যেতে বাধ্য করা যাবে না, যেখানে তাদের জীবন ধারণের উপযোগী পরিস্থিতি ও নিরাপত্তা অনিশ্চিত। হাইকোর্ট আরো নির্দেশ দেয় যে, সরকারের উচ্ছেদ কর্মসূচী ধাপে ধাপে কার্যকর করা হোক এবং পুনর্বাসন কর্মসূচী সহযোগে। এই মামলার প্রতিবেদন 'বাংলাদেশ ল' ক্রনিক্‌ল্‌স' -এ প্রকাশিক হয়।[২২]

২০০০ সালে ব্লাষ্ট মৎস ও গবাদিপশু মন্ত্রনালয়ের বিরুদ্ধে একটা রিট মামলা করে। এই মামলায় খুলনা জেলায় খাস জমি বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষের কাজে হস্তান্তরের সরকারী সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করা হয়। যুক্তি ছিল যে চিংড়ি চাষ ভূমিহীন চাষী ও ক্ষুদ্র চাষীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ঐ অঞ্চলের পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। আদালত রুলনিশি ও স্থগিতাদেশ জারি করে। মামলাটি শুনানির অপেক্ষায় আছে।[২৩]

কক্সবাজার পৌরসভার বিরুদ্ধে দুটি রিট আবেদন[২৪] পেশ করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল কৃষি-বহির্ভূত খাস জমির নিলাম ও ভূমিহীন প্রজাদের উচ্ছেদ রোধ করা। দীর্ঘদিন ধরে প্রজারা এই জমিতে বসবাস করছিল, তাই দীর্ঘ মেয়াদী ভিত্তিতে এই জমির ইজারা পাবার তাদের বৈধ দাবি ছিল। হাইকোর্ট এক আদেশবলে আবেদনকারী ছাড়া অন্য কারো কাছে জমির ইজারা দিতে বিবাদীদেরকে বাধা দিলো যদি ভূমিহীন বসবাসকারীরা ইজারা নেবার জন্য প্রস্তুত থাকে। হাইকোর্ট আদেশ দিলো খাস জমির বিক্রয় বাতিল করতে, যার ফলে ভূমিহীনদের অধিকার নিশ্চিত হলো। আদালতের এই আদেশের পর পৌর কর্তৃপক্ষ ভূমিহীনদের খুব স্বল্প মূল্যে জমি বরাদ্দ করল।

ইন্ডাস ভ্যালি মামলাতে[২৫] ব্লাষ্ট সিঙ্গাপুরে নিবন্ধনকৃত ইন্ডাস ভ্যালি (প্রাঃ) লিমিটেড-কে গুলশান, বারিধারা ও বনানীর লেক বে-সরকারীভাবে উন্নয়নের জন্যে ৭৫ বছরের জন্যে ইজারা দানের সরকারী সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে। সরকারি ভূমি নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ রাজউক আইন-বহির্ভূতভাবে ইজারা দিয়েছিল, যার ফলে বাংলাদেশের জনসাধারণ জনগণের জমি ব্যবহারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। এবং যে হারে ইজারা দেয়া হয় সেটা বাজার দর থেকে অনেক কম। এই এলাকার লোকসংখ্যার ঘনত্ব যে বেড়ে যাবার সম্ভাবনা, রাস্তায় ভিড় বাড়বে, আবশ্যিক সেবা ব্যবস্থাগুলোর ওপর চাপ পড়বে এবং পরিবেশের ক্ষতি হবে, এ-সব বিষয়ের দিকে রাজউক মনোযোগ দেয়নি। মামলার চূড়ান্ত শুনানি হবার আগেই, সরকার মামলা দায়ের করার প্রেক্ষিতে জনগণের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে ইজারা বাতিল করে দিলো।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে ব্লাষ্ট রিট আবেদন করল গুলশানের গাড়ি পার্কিং-এর জায়গাকে আবাসিক প্লটে রূপান্তরিত করে বে-সরকারি খাতে নিলাম করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে।[২৬] হাইকোর্ট রাজউক-কে নির্দেশ দিলো মামলার শুনানি না হওয়া পর্যন্ত যাতে নিলামের দরপত্র খোলা না হয়। রাজউকের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে রুলনিশি জারি হলো, যার ফলে তাঁকে শেষ পর্যন্ত চাকুরিতে ইস্তফা দিতে হলো। এই আদেশ বাংলা দৈনিক 'প্রথম আলো'তে ১০ মে, ১৯৯৯ প্রকাশিত হয়।

[২১] Writ Petition No. 3034/99.

[২২] 4 BCL (1999) 590.

[২৩] Writ Petition No. 3091/2000.

[২৪] Writ Petition Nos. 1778/99 & 2030/99.

[২৫] Writ Petition No. 748/97. (Filed no 23rd Nov. 1997).

[২৬] Writ Petition No. 1534/99 and 1649/99.

৪. ভোক্তা অধিকার

ভোক্তার অধিকার রক্ষায় জনস্বার্থ মামলা কতটা কার্যকর সেটা প্রমাণের জন্যে ব্লাস্ট এনফর্ডস বাংলাদেশ লিমিটেডের বিরুদ্ধে একটা পিটিশন মামলা[২৭] দায়ের করে। মামলার অভিযোগ ছিল এই যে উক্ত কোম্পানি তাদের নিম্নমানের টুথপেষ্ট বিক্রি করার জন্যে অবাঞ্ছনীয় বিজ্ঞাপন পন্থা অবলম্বন করেছে। যদিও এনফর্ডস কোম্পানি খালাস পায়, মামলাটি অনবহিত ও নিরীহ ভোক্তাদের স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনের প্রতি জনগণের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। ব্লাস্ট হাইকোর্টে আপিল করেছে এবং রায়ের অপেক্ষায় আছে।

আয়োডিন ঘাটতি মামলা বলে পরিচিত এই মামলাটি ব্লাস্ট এবং কনজুমার্স এসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ যৌথভাবে পরিচালনা করে। তারা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে একটি রিট আবেদন পেশ করে। অভিযোগ[২৮] করা হয় লবণ প্রস্তুতকারকরা ১৯৯৪ সালের আয়োডিন ঘাটতি রোগ নিরোধ আইন লঙ্ঘন করে আইনানুযায়ী লবণের সঙ্গে আয়োডিন নির্দিষ্ট মাত্রায় মেশাচ্ছে না। আদালত সরকারের বিরুদ্ধে রুলনিশি জারি করল সঠিক মাত্রায় আয়োডিনের উপস্থিতি নিশ্চিত করবার জন্যে কেন ব্যবস্থা নেয়া হবে না কারণ দর্শাও এবং প্রস্তুতকারকদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেবার নির্দেশ দিলো। চূড়ান্ত রায়ের জন্যে অপেক্ষা করা হচ্ছে।

৫. দুর্ঘটনা, চিকিৎসা ক্ষেত্রে অনাচার এবং চাকুরিচ্যুতির সময় ক্ষতিপূরণ দানের নিয়ম না মানা

ব্লাস্ট মনে করল যে সড়ক, রেল, বিমান ও মোটর-লঞ্চ দুর্ঘটনার পর ক্ষতিপূরণের বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা যা মনোযোগের দাবি রাখে।[২৯]

ব্লাষ্ট এটা যদিও উপলব্ধি করল যে, ক্ষতিপূরণের মামলা জনস্বার্থ মামলার সংজ্ঞার সঙ্গে পুরোপুরি মেলে না, তবু এ-ধরনের মামলা চালিয়ে গেল যাতে বিধিবদ্ধ সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে অধিকতর দায়বদ্ধতার ধারণা ও উন্নততর সেবার মনোভাব জাগে এবং যাতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ আদায়ের কাজ সহজ হয়।[৩০]

জনস্বার্থ মামলার প্রকল্পের প্রথম বছর ব্লাষ্ট বাংলাদেশ রেলওয়ের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করল। রেলওয়ের দুর্ঘটনাতে ক্ষতিগ্রস্তদের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণের টাকা, যা ১৮৯০ সাল থেকে বৃদ্ধি করা হয়নি সেটা বৃদ্ধি করা ছিল এই মামলার উদ্দেশ্য। দুর্ভাগ্যবশত চূড়ান্ত রায় বিদ্যমান ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থার পক্ষে গেল।

দেওয়ানি মোকদ্দমা ৪/২০০০-এর ব্লাস্ট পিরোজপুর বাস সমিতির সভাপতির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করল। কারণ একটা দুর্ঘটনা, যেটা ঘটেছিল অনভিজ্ঞ ড্রাইভার দ্বারা, সে বাসটা ফেরিতে ওঠাবার সময় স্টিয়ারিং নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে নদীতে ফেলে দিয়েছিলো। পঞ্চাশ জন যাত্রীর মধ্যে ১৪ জনের মৃত্যু হয়। মামলায় ১৪জন মৃত

[২৭] Petition Case No. 2033/98

[২৮] Writ Petition No. 1043/99

[২৯] Brief Narrative of Future Programme of Action; PIL-Pro/Asia-PIL'97-1.

[৩০] Final Narrative Report on PIL project; BLAST—1 July 1997-30 June 1998.

ব্যক্তির পরিবারের জন্যে ক্ষতিপূরণ দাবি করা হয়। আদালত কোম্পানির ওপর আদালতে হাজির হওয়ার জন্যে সমন জারি করল। উভয় পক্ষের যুক্তির শুনানি শেষ হয়েছে; চূড়ান্ত রায়ের জন্যে অপেক্ষা করা হচ্ছে।

জনস্বার্থ মামলা প্রকল্পের অধীন ব্লাস্ট ডাক্তারি ক্ষেত্রে অনাচার সংক্রান্ত দুটি মামলা হাতে নিয়েছে। একটা সাধারণ নিবন্ধন মামলা (নং ২৩) দায়ের করা হলো মানিকগঞ্জের এক ভুয়া চক্ষু বিশেষজ্ঞের বিরুদ্ধে যার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক সনদ বা লাইসেন্স ছিল না। তার অদক্ষতার জন্যে কয়েকজন তাদের দৃষ্টিশক্তি হারায়। তাকে গ্রেপ্তার করা হলো, তার চেম্বার বন্ধ করে দেয়া হলো এবং ক্ষতিগ্রস্তদের জন্যে মধ্যস্থতার ভিত্তিতে আর্থিক ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করা হলো। আরেকটি মামলায় ঢাকার হলি ফ্যামিলি হাসপাতালের একজন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ কনসালট্যান্ট একজন গর্ভবতী মহিলার উপসর্গের প্রতি নজর দেননি যে কারণে মহিলাটি গর্ভপাতে নষ্ট-হয়ে-যাওয়া ভ্রূণকে তিন মাস জঠরে রেখে অকারণ ব্যথা ও কষ্ট ভোগ করেন। ব্লাস্ট মহিলাটির জন্যে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দাবি করে কিন্তু মামলা খারিজ হয়ে যায়।

আরেকটি মামলায় ব্লাস্ট তার জনস্বার্থ মামলা প্রকল্পের অধীন অবমাননার বিরুদ্ধে আরজি[৩১] দাখিল করল। উদ্দেশ্য বাংলাদেশ জুট কর্পোরেশনের চাকুরিচ্যুত কর্মচারীদের আর্থিক সুবিধাদি আদায় করা। হাইকোর্ট কর্মচারীদের চাকুরিচ্যুতি বে-আইনি ঘোষণা করেছিল। ব্লাস্ট সিদ্ধান্ত নিলো এই অন্যতম সর্ববৃহৎ সরকারি কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে মামলা করার যেহেতু অত্যন্ত বেশিসংখ্যক লোক বিলম্বের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিলেন। আদালত আরজি খারিজ করে দিলো।

৬. পারিবারিক আইন

তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের খোরপোষ পাবার অধিকার সংক্রান্ত হেফজুর রহমান বনাম শামসুন্নাহার বেগমের[৩২] বিখ্যাত মামলায় ব্লাস্ট জড়িত ছিল। হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত ছিল তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর খোরপোষ পাবার অধিকারের সপক্ষে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে আপিল করে এই রায় বানচাল করার চেষ্টা হচ্ছিল। ব্লাস্ট তখন কয়েকটা এনজিও সহযোগে হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত বহাল রাখার জন্যে কাজ করছিল। দুর্ভাগ্যবশত আপিলের চূড়ান্ত রায় মহিলাটির খোরপোষ পাবার অধিকারের বিপক্ষে গেলো।

৭. বৈষম্য

অন্ধ লোকদের বিরুদ্ধে একটা বৈষম্য নীতি অনুসৃত হচ্ছিল। সিভিল সার্ভিসের কেবল তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর চাকুরিতে তাদের নিযুক্তি দেয়া হতো এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর চাকুরি থেকে বঞ্চিত করা হতো। ব্লাস্ট এর বিরোধিতা করে এই যুক্তি দাঁড় করালো যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও যোগ্যতাসম্পন্ন কিন্তু শারীরিকভাবে

[৩১] Contempt Petition Nos. 6/97 and 7/97.

[৩২] Civil Appeal No. 130 of 1997.

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এটা বৈষম্য এবং সেজন্যে সংবিধানের সমাধিকার সংক্রান্ত ধারা পরিপন্থী[৩৩]। আদালত সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারির বিরুদ্ধে রুল জারি করল এবং কেন এই নিয়ম বাতিল বলে গণ্য হবে না সেটার কারণ দর্শানোর নির্দেশ দিলো। চূড়ান্ত রায়ের জন্যে অপেক্ষা করা হচ্ছে।

ব্লাস্ট সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে আরেকটি আরজি পেশ করেছিল । কোনো বিদেশীকে বিয়ে করেছে বা বিয়ে করতে যাচ্ছে এমন কেউ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষার জন্য আবেদন করতে পারবে না, এই বিধানের বিরুদ্ধে ব্লাস্ট ও লড়লো। আরজিটি খারিজ হয়ে যায়।

ব্লাস্ট নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধেও রিট আরজি[৩৪] দাখিল করল এই যুক্তিতে যে দৃশ্যতঃ অর্থাভাবের কারণে কিছুসংখ্যক ভোটারকে পরিচয় পত্র দিয়ে আর অন্যদেরকে না দিয়ে নির্বাচন কমিশন বৈষম্য সৃষ্টি করেছে।[৩৫] যদিও অন্যরাও সমান যোগ্য। নির্বাচন কমিশন ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে রুল জারি হলো যার ফলে সরকার পরিচয়পত্র দানের কর্মসূচী আবার শুরু করল।

৮. শিক্ষা প্রদান

ফেনি প্রাইমারি স্কুল মামলায় ব্লাস্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে রিট আরজি দাখিল করল। কারণ ফেনি প্রাইমারি স্কুলের নিবন্ধণ অযৌক্তিকভাবে বিনা কারণে এবং কোনো পূর্ববিজ্ঞপ্তি ছাড়া বাতিল করা হয়েছিল এবং এর ফলে এলাকার তিন চতুর্থাংশ গ্রামের ছাত্র-ছাত্রী প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল। মামলাটি শুনানির অপেক্ষায়।

[৩৩] Writ Petition No. 3437/97.

[৩৪] Writ Petition No. 1837/98.

[৩৫] দেখুন 'মুক্তকণ্ঠ', ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮.

বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল লইয়ার্স এসোসিয়েশন-বেলা

বেলা একটি জনস্বার্থভিত্তিক সমর্থক-দল। এটার প্রধান লক্ষ্য পরিবেশ নীতি-সম্পর্কিত সমস্যা, এবং আইন ও বিধি প্রণয়ন। এটা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯১ সালে যখন বাংলাদেশে পরিবেশ সম্পর্কে ভাবনা মোটেই প্রসার লাভ করেনি। এই ক্ষেত্রে বেলা মাত্র দশ বছরের মধ্যে একটা অগ্রদূতরূপে পরিচিত হয়েছে।

বেলা এর প্রাথমিক লক্ষ্য আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটা সুস্থ জৈব পরিবেশ নিশ্চিত করা। বেলা-এর প্রচেষ্টার ফলেই বেরুবারি মামলাতে একটা যুগান্তরিত রায় পাওয়া গিয়েছিল (ওপরে বর্ণিত)। এই মামলাতে প্রথম জনগণের বা সামাজিক স্বার্থের পক্ষ নিয়ে কোনো প্রতিষ্ঠানকে আদালতে দাঁড়াবার অধিকার দেয়া হলো যার ফলে জনস্বার্থ মামলা পরিচালনার পথ সুগম হলো। প্রথম মামলার পর থেকে জনস্বার্থ মামলার ক্ষেত্রে বেলা-এর প্রচেষ্টা, বিশেষ করে পরিবেশের ব্যাপারে জনস্বার্থ মামলা পরিবেশ বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক হয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে আইনের শরণাপন্ন হওয়া সুফল দিচ্ছে।

মামলা করে জনস্বার্থ রক্ষার কাজে বেলা-অসামান্য খ্যাতি লাভ করেছে। প্রাক্তন বিচারপতি ও বাংলাদেশের আইন বিশেষজ্ঞ ডক্টর নঈম আহমদ লিখেছেনঃ

> *বেলা যত মামলা লড়েছে তার প্রায় সবগুলো নিয়ে তারা খুব ভালভাবে গবেষণা করেছে, সেগুলো যথার্থই জনগণের বা নাগরিকদের স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং সেগুলো তারা সুষ্ঠু ও নিরলসভাবে পরিচালনা করেছে। সর্বোপরি, এটাই প্রথম প্রতিষ্ঠান যার সম্পদ ও দক্ষতা রয়েছে যা দিয়ে তারা জনস্বার্থ আইন সংক্রান্ত অন্যান্য কাজকর্মও একসঙ্গে চালাতে পারবে যেমন প্রভাব খাটানো ও মামলার আপোষ-আলোচনা করা।*[৩৬]

গ্রেট ব্রিটেনের সাউথাম্পটন ল' ইনস্টিটিউটের প্রফেসর জেরেমি কুপার জনস্বার্থ মামলা বিষয়ে একজন সুপরিচিত পণ্ডিত। বাংলাদেশে জনস্বার্থ মামলার ওপর ১৯৯৮ সালে তিনি একটা বক্তৃতা দেন যেখানে তিনি বলেছিলেনঃ

> *জনস্বার্থ মামলার যে তীক্ষ্ণ ধার আছে একথার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এগুলো বহুখ্যাত মামলা যেটা বাংলাদেশে জনগণের মধ্যে প্রবল আগ্রহের সৃষ্টি করেছে। এজন্যে প্রধান ধন্যবাদের দাবি রাখে বাংলাদেশ এনভারনমেন্টাল লইয়ার্স এসোসিয়েশন।*[৩৭]

বেলা আইন, নীতিমালা এবং নীতিকৌশল নিয়ে পড়াশুনা করে এবং প্রতিষ্ঠান, প্রথা-নির্ভর পরিবেশগত রীতি-নীতি ও পর্যবেক্ষণ করে এবং এরই আলোকে নীতিমালা, আইন ও প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়ে সুপারিশ পেশ করে। তাছাড়া বেলা বিভিন্ন পদ্ধতিরও আয়োজন করে, যেমন সচল ভিডিও, মঞ্চ নাটক, জাতীয় কর্মশিবির এবং সেমিনার যাতে নীতি প্রণেতা ও

[৩৬] Ahmed, Naim (1999). Public Interest Litigation: Constitutional Issues and Remedies; BLAST, Dhaka, p.37.

[৩৭] Copper, Jeremy (1998). "Public Interest Law Revisited" in Bangladesh Journal of Law: Vol. 2, No. 1, June 1998, p.4.

আইন প্রয়োগকারীরা পরিবেশ সংরক্ষণে তাদের দায়-দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হতে পারে এবং সুস্থ পরিবেশের অধিকার আদায় করতে জনগণের ক্ষমতাও পুষ্টি লাভ করে।

বেলা পরিবেশ, পরিবেশ আইন ও জনস্বার্থ মামলার কলাকৌশল সম্বন্ধে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করে থাকে। অংশ গ্রহণকারীদের, মধ্যে রয়েছে আইনজীবি, শিক্ষক, সরকারি কর্মচারী, গবেষক, ছাত্র এবং এনজিও কর্মী। পরিবেশ-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় ও জনস্বার্থ মামলার ধারনার ওপর নিম্ন আদালতের বিচারকদের নিয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে বিচার বিভাগের সকল পর্যায় সংবেদনশীল হয়ে উঠতে পারে।

হাইকোর্টের রুল

(১ম পৃষ্ঠার ৬-এর কঃ পর)

এপ্রিল ২০০০ এবং ১৯শে জুলাই ২০০০ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ রিট পিটিশনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে উক্ত বিষয়ে রিপোর্ট প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করেছিলেন।

বুড়িগঙ্গাকে অবৈধ দখলমুক্ত করার জন্য বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা) রীট মামলা দায়ের করে। বেলা'র আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত গত ১৮ই জানুয়ারী ২০০০ ঢাকা এবং নারায়ণগঞ্জকে বুড়িগঙ্গা নদীর দু'পাড় হতে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদকল্পে সময় নির্দিষ্টকরণ ও পদ্ধতি নির্ধারণপূর্বক উপযুক্ত পদক্ষেপ উল্লেখ করে একটি প্রতিবেদন কর্মপরিকল্পনা আকারে পরবর্তী দু'মাসের মধ্যে আদালতে দাখিল করার নির্দেশ দেন। পরবর্তীতে ২৩শে এপ্রিল ২০০০ এবং ১৯শে জুলাই ২০০০ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ অনুরূপ আদেশ প্রদান করলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রতিবেদন দাখিলে ব্যর্থ হলে বেলা আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করে।

বেলা দায়েরকৃত আদালত অবমাননার মামলার প্রেক্ষিতে হাইকোর্ট মোঃ সাইফুল ইসলাম, সচিব ভূমি মন্ত্রণালয়, এমএম রেজা, সচিব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আজাদ রুহুল আমিন, সচিব পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, আসাদুজ্জামান খান, চেয়ারম্যান বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, মোঃ আবদুল হক, চেয়ারম্যান বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ এবং মোঃ আবদুস সাত্তার খান, ডেপুটি কমিশনার ঢাকা এবং সিকিউকে মোস্তফা আহমেদ, ডেপুটি কমিশনার নারায়ণগঞ্জের বিরুদ্ধে রুলটি জারি করেন।

মামলাটি পরিচালনা করেন বেলা'র এডভোকেটবৃন্দ সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, ইকবাল কবির এবং তানজিবুল আলম।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

বুড়িগঙ্গা দখল ঃ আদালত অবমাননার দায়ে হাইকোর্টের রুল

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনের একটি বেঞ্চ গতকাল বুধবার বুড়িগঙ্গা দখল উচ্ছেদে প্রতিবেদন প্রদান সংক্রান্ত আদালতের নির্দেশ পালনে অপারগতার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে কেন আদালত অবমাননার জন্য দায়ী করা হবে না, সে মর্মে কারণ দর্শাতে একটি নোটিশ জারি করেন। গত ১৮ই জানুয়ারী ২০০০, ২৩শে

(১১ পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন)

বেলা-এর মামলাসমূহ

ব্লাস্ট এর মতো বেলা-কেও ট্যাফ নির্বাচন করেছে ডেমোক্রেসি পার্টনারশীপের অংশীদাররূপে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্রিয়ানুভূতি বৃদ্ধির লক্ষ্য পূরণের জন্যে জনস্বার্থ মামলা নিয়ে বেলা এর কাজ ডেমোক্রেসি পার্টনারশীপের চাহিদা-পক্ষের কার্যাবলীর মধ্যে পড়ে যেটা জনগোষ্ঠী পর্যায়ের সংগঠনগুলো জোরদার করে নাগরিক স্বার্থ এগিয়ে নিয়ে যায়। বেলা-এর বিশেষ বিশেষ মামলার লক্ষ্য জনগণের অধিকারকে তুলে ধরা এবং জনগণের মধ্যে এই প্রত্যাশা জাগানো যে মন্ত্রী বা ভূমি ব্যবহার এবং স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার প্রশ্নে দায়িত্বের সঙ্গে কাজ করবে।

১. ভূমি ব্যবহার

বেরুবারি মামলার রায় (ওপরে ভুমিকায় বর্ণিত) হওয়ার পর বেলা বন্যা প্রতিরোধ বাঁধের যৌক্তিকতা প্রশ্নে আদালতে গেল।[৩৮] মামলায় জয় সূচিত হলো যখন আদালত বিবাদীকে, অর্থাৎ সরকারকে আদেশ দিলো হুবহু প্রকল্পের বর্ণনা অনুযায়ী বন্যা প্রতিরোধ বাঁধ তৈরীর কাজ বাস্তবায়িত করতে। আদালত আরো কয়েকটি নির্দেশ দিলো, যথা কম্পার্টমেন্টালাইজেসন পাইলট প্রজেক্ট, FAP-20 দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের আবশ্যিকভাবে ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থা।

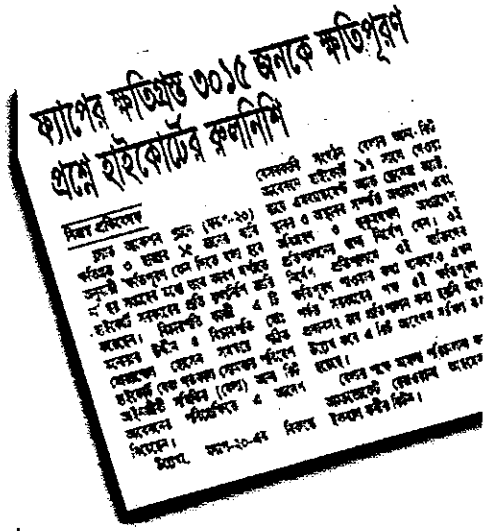
ফ্যাপের ক্ষতিগ্রস্ত ৩০১৫ জনকে ক্ষতিপূরণ প্রশ্নে হাইকোর্টের রুলনিশি

যে রায়ে ক্ষতিপূরন দানের আদেশ দেয়া হয়েছিল তার অধীন বেলা টাংগাইলের ডিসি-র অফিসে ভূমি দখলের মামলা পেশ করল যাতে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়। কিন্তু ডিসি কোনো ব্যবস্থা নেননি। ফলে বেলা ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণের জন্যে রিট আরজি পেশ করল।

এই প্রতিষ্ঠান ক্ষতিপূরণ পাবার যোগ্য ৩০১৫ জনের একটি তালিকা পেশ করল, আট ধরণের ক্ষতি চিহ্নিত করল এবং কে কতটা ক্ষতিপূরণ পেতে পারে টাকার অংকে তার পরিমাণও স্থির করল। চূড়ান্ত রায়ের অপেক্ষা করা হচ্ছে।

গুলশান লেক ভরাট মামলায়[৩৯] বেলা রাজউক ও ইন্ডাসভ্যালি প্রাঃ লিমিটেডের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির বিরুদ্ধে রিট আরজি দাখিল করল, যে-চুক্তি "সাংবিধানিক ও আইনি শর্তাবলীকে উপেক্ষা ও ভঙ্গ করেছে। আদালত রাজউক-এর বিরুদ্ধে রুলনিশি জারি করল। পরবর্তীকালে সরকার প্রকল্পটা বাতিল করল।

একই ধরণের আরেকটি মামলায় বেলা আবাসিক প্লট গড়ে তোলার জন্যে অবৈধভাবে গুলশান, বনানী, বারিধারা লেক ভরাট করার বিরুদ্ধে আরজি দাখিল করল। এর পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্টের একটা ডিভিশন বেঞ্চ রাজউক-কে নির্দেশ দিলো লেক ভরাট ও ইমারত নির্মাণের কাজ স্থগিত রাখার ব্যবস্থা নিতে। তদুপরি আদালত পূর্ত মন্ত্রণালয় ও রাজউক-এর ওপর রুলনিশি জারি করল গুলশানের লেকের পানির ওপর এবং লেকের ধারের জমিতে প্লট বরাদ্দ করা কেন আইনের লঙ্ঘন ও জনস্বার্থ বিরোধী

[৩৮] 50 DLR (1998) 84.

[৩৯] Writ Petition No. 7422/1997.

ঘোষণা করা হবে না, এই মর্মে কারণ দর্শানোর জন্যে। মামলাটি শুনানির অপেক্ষায় আছে।

বেলা কর্তৃক দায়ের-কৃত অনুরুপ আরেকটি মামলায়[৪০] হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ গৃহায়নের উদ্দেশ্যে উত্তরা লেক ভরাটে স্থগিতাদেশ জারি করল। এই স্থগিতাদেশ মামলা না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। উত্তরার এলাকাবাসীরা বেলা-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে অভিযোগ করল যে রাজউক লেকের একটা অংশ ভরাট করে পরিবেশ বিপন্ন করছে এবং এটা এই অঞ্চল উন্নয়নের মাস্টার প্ল্যানের বরখেলাপ। এই মামলাও ঝুলছে।

১৯৯৮ সালের রিট আরজি নং ১১৬২ বেলা 'নিজেরা করি' বলে এক এনজিওর সঙ্গে একযোগে দাখিল করেছিল। এতে আদালতের প্রতি আবেদন জানানো হয়েছিল যে নোয়াখালি এবং খুলনাতে চরের জমি চিংড়ির ঘেরে রূপান্তরিত অযৌক্তিক ও বে-আইনি ঘোষণা করা হোক। আরজিতে উল্লেখ করা হয় যে, ভূমিহীন লোকেরা যারা বৈধভাবে এখানে বসবাস করছে তারা গৃহহীন হয়ে পড়বে। এই রূপান্তরের প্রক্রিয়া বন্ধ করার জন্যে স্থগিতাদেশ পাওয়া গেল।

বেলা স্থানীয় একটা মৎসজীবি জনগোষ্ঠির সঙ্গে একযোগে একটা রিট আরজি[৪১] দাখিল করল নড়াইল জেলার ডিসির বিরুদ্ধে। এতে অভিযোগ করা হয় যে, নবগঙ্গা নদীর একটা অংশ ইজারা দেয়া ভূমি মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তির-লঙ্ঘণ, যেটার দ্বারা দারিদ্র-পীড়িত মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের অধিকার ও জীবিকার নিরাপত্তা বিধান করা হয়েছিল। প্রথম আদালত রুলনিশি জারি করল ইজারাকে বৈধ ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে এবং জনস্বার্থ বিরোধী কেন ঘোষণা করা হবে না এই মর্মে কারণ দর্শানোর জন্যে। শেষ পর্যন্ত আদালত ইজারাকে অকার্যকর করে স্থগিতাদেশ জারি করল।

ঢাকাতে বুড়িগঙ্গা নদী জোর দখলের বিরুদ্ধে বেলা একটা রিট আরজি[৪২] দাখিল করল। হাইকোর্ট তখন সরকারি কর্তৃপক্ষের ওপর আদেশ জারি করল, জনগণের উক্ত সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্যে যে যে ব্যবস্থা নেয়া হবে সে-সম্পর্কে একটা কর্ম-পরিকল্পনার আকারে সুনির্দিষ্ট সময়সীমা সহকারে প্রতিবেদন দাখিল করতে। আদেশে সরকারকে আরো বলা হয় জনগণের স্বার্থে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করতে। আদালতের নির্দেশ অনুসারে প্রতিবেদন দাখিল করতে সরকার ব্যর্থ হলে বেলা আদালত অবমাননার মামলা রুজু করল।[৪৩] চূড়ান্ত রায় বেলা এর আরজির স্বপক্ষে ছিল।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত ও আশেপাশের এলাকায় নির্বিচারে অবৈধ ও অননুমোদিতভাবে পাহাড় কাটা হচ্ছিল। বেলা-এর দাখিলকৃত একটা রিট আরজির[৪৪] মাধ্যমে এটা আদালতের নজরে এলো। আদালত তখন পরিবেশ বিভাগকে নির্দেশ দিলো শহরে নির্বিচারভাবে পাহাড় কেটে শহরের পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট ও পরিবেশের ক্ষতিসাধন করার যে অভিযোগ হয়েছে সে-সম্পর্কে প্রতিবেদন দাখিল

[৪০] Writ Petition No. 948/1997.

[৪১] Writ Petition No. 1840/1999.

[৪২] Writ Petition No. 4098/1998.

[৪৩] Contempt Petition No. 33/2001.

[৪৪] Writ Petition No. 6020/1997.

করতে। আদালত আরো নির্দেশ দিলো এই অবৈধ কার্যাবলী রহিত করতে সরকার কি কি ব্যবস্থা নিচ্ছে তারও উল্লেখ যেন প্রতিবেদনে থাকে।

যমুনা বহুমুখী সেতু নির্মাণের ফলে যারা বাস্তুচ্যুত হয়েছে তাদের অধিকার নিয়েও বেলা লড়েছে এবং মৌলিক সুযোগ-সুবিধা রয়েছে এমন কোনো নতুন জমিতে তাদের পুনর্বাসনের কাজে কতটা অগ্রগতি হয়েছে তার প্রতি দৃষ্টি রেখেছে। বেলা যখন উপলব্ধি করল পরিকল্পনা সঠিক বাস্তবায়ন হচ্ছে না যার ফলে জনবসতির অস্বাভাবিকচাপ সৃষ্টি হয়েছে, সুপেয় পানির অভাব ঘটেছে, পানি ও ময়লা নিষ্কাশন ব্যবস্থার সমস্যা হয়েছে, বেলা তখন আইনি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে কর্ম পরিকল্পনার পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন দাবি করল। যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ নীতিগতভাবে সম্মত হলেন যে, যে-সব সমস্যা তুলে ধরা হয়েছে সেগুলোর আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা হওয়া উচিত।

পরবর্তী তদন্তে অবশ্য জানা গেল বাস্তুচ্যুতদের এক বিরাট অংশ উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং অন্য জায়গায় বসবাস করছে। ফলো-আপের তথ্য সংগ্রহনের সময় বেলা কতকগুলো ঋণদানকারী দলকে সম্পৃক্ত করল যাতে বাস্তুচ্যুতরা ঋণ নিয়ে তাঁত বোনার কাজ করে নিজেদের আয় বাড়াতে পারে।

২. বেঁচে থাকা, স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যসম্মত অবস্থায় জীবনধারণের অধিকার

পরিবেশগত সমস্যাবলীতে বেলা বৃহত্তর প্রেক্ষিতে বিচার করার প্রয়াস পেয়েছে। নাগরিকদের আর্থ-সামাজিক অধিকার, তাদের জীবনধারার স্বাভাবিক গুণ এবং স্বাস্থ্যপ্রদ ও নিরাপদ পরিবেশে থাকার অধিকার ক্ষুন্ন হয়, এমন সমস্যাও এর অন্তর্ভুক্ত।

১৯৯৬ সালে বেলা একটা রিট আরজি[৪৫] দাখিল করল যেখানে উচ্চ মাত্রায় তেজস্ক্রিয়তাযুক্ত গুঁড়া দুধের আমদানি রহিত করতে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতার প্রতিবাদ করা হলো। সংবিধানের ৩১ ও ৩২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকারের ওপর এই দায়িত্ব বর্তায়। আদালতের বিচারে কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেয়া হলো দুধের সঠিক পরীক্ষার ব্যবস্থা নিতে।

মামলাটির বিবরণ সম্পর্কে ১৯৯৬ সালে ঢাকা ল' রিপোর্ট ৪৬২ এবং কয়েকটি সংবাদপত্রে প্রকাশ হয়।[৪৬]

অনুরূপ আরেকটি মামলায় (রিট আরজি নং ৮৬৭/১৯৯৭) কোমল পানীয়তে ভেজাল রোধ করতে সরকারের ব্যর্থতা চ্যালেঞ্জ করা হয়। আদালত বিবাদীদের ওপর রুলনিশি জারি করল কেন তাদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হবে না এবং তাদের লাইসেন্স বাতিল হবে না। পরবর্তী পর্যায়ে প্রস্তুতকারকদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী অভিযোগ দায়ের করা হয়। ফৌজদারী মামলা খারিজ হয়ে যায়।

[৪৬] Writ Petition No. 92/1996

[৪৬] দেখুন 'ইনকিলাব', ১৯ মার্চ ১৯৯৬; 'সংবাদ', ২৫ জানুয়ারী ১৯৯৬।

১৯৯৭ সালে বেলা রিট আরজি দাখিল করে বাংলাদেশ সরকার এবং অক্সিডেন্টাল লিমিটেডের বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ করল যে তাদের গাফেলতির কারণে মাগুরছড়া গ্যাসক্ষেত্রে বিস্ফোরণ ও অগ্নিকান্ড ঘটে যার ফলে অদিবাসীদের বাড়ি ঘর ও কৃষি পণ্যের বিপুল ক্ষতি হয়। বেলার তদন্তে জানা গেল যে উক্ত কোম্পানি সরকারি কর্মকর্তাদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় পরিবেশ-বিষয়ক অনুমোদনপত্র লাভ করার আগেই কূপ খননের কাজ শুরু করেছিল। শুনানি যদিও এখনো হয়নি অক্সিডেন্টাল অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দিয়েছে।

নোয়াখালীর ১৯টা ইটের ভাটায় অনিয়ন্ত্রিত কাজকর্ম বেলা চ্যালেঞ্জ করল। অভিযোগ করল তারা বিদ্যমান পরিবেশ আইন ভঙ্গ করছে।[৪৭] মামলার জন্যে প্রস্তুতি কর্মের মধ্যে ছিল ইট পোড়াবার ফলে উর্বর কৃষি জমির যে ক্ষতি হচ্ছে- সে সম্পর্কে তথ্য পরিবেশন করে স্থানীয় জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করা। বিষয়টার যদিও এখনো নিষ্পত্তি হয়নি, পরিবেশ বিভাগ নতুন ইটের ভাটার লাইসেন্স দেবার ক্ষেত্রে তাদের নিয়ম-কানুন সংশোধন করেছে। ১৯৯৭ সালের পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালাতে ইটের ভাটিকে ঝুঁকিপূর্ণ কারখানারূপে চিহ্নিত করেছে।

৩. শিশু অধিকার

মাস্টার ইসা ও অন্যান্য বনাম বাংলাদেশ ও অন্যান্য[৪৮] মামলায় বেলা তিনজন শিশুর পক্ষে রীট আরজি দালিখ করতে সহায়তা দেয়। আরজিতে বাংলাদেশী শিশুদের উটের আরোহী হবার জন্যে সংযুক্ত আরব এমিরাতে পাচার রোধ করতে বাংলাদেশ সরকারের ব্যর্থতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। এই প্রথা যেটা শিশুদের অকথ্য দুর্ভোগের কারণ হয়, এমনকি তাদের মৃত্যু ঘটায়, সারা বিশ্বের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। আদালত রুল জারি করে বিবাদীদের নির্দেশ দিলো কারণ দর্শাবার জন্যে কেন বাংলাদেশী শিশুদের অপহরণ ও বিদেশে পাচার রোধ করতে দায়িত্ব পালন করতে তাদের-আদেশ দেয়া হবে না। এই মামলা ব্যবসায়ী পণ্যে পর্যবসিত শিশুদের দুর্ভোগ বিশেষভাবে তুলে ধরে। ব্যক্তিবিশেষ মামলা দায়ের করলে বৃহত্তর গোষ্ঠি কতটা লাভবান হতে পারে সেটাও পরীক্ষিত হয়। এই মামলার একটা তাৎক্ষনিক ফল ছিল এই যে পাসপোর্ট দেবার প্রক্রিয়ার সংশোধন করা হলো। ১৯৯৭ সালের মাঝামাঝি শিশুদের নিয়ে এই গর্হিত ব্যবসা রোধ করতে উপায় খুঁজে বের করতে একটা আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা হয়।

সংযুক্ত আরব এমিরাত সরকারও এ-ব্যপারে আশ্বাস দেয়। তথাপি ২০০০ সালের এপ্রিলের একটা ঘটনায় বাংলাদেশের এক কিশোর উটের আরোহীর মৃত্যু হয়। এই ঘটনার পর বেলা অন্যান্য সংগঠন (ব্লাস্ট, নিজেরা করি ও অন্যান্য) এবং জনগণকে সংঘবদ্ধ করে এই প্রথার প্রতিবাদ করে যাচ্ছে। একটা গণস্বাক্ষর অভিযান চালাচ্ছে, সংযুক্ত আরব এমিরাতের রাষ্ট্রদূত এবং বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সংগে সাক্ষাৎকারের আবেদন করেছে, এবং বিষয়টার ওপর একটা স্মারকলিপি পেশ করার ইচ্ছা রাখে।

[৪৭] Writ Petition No. 1252/1997.

[৪৮] Writ Petition No. 278 of 1996.

৪. বৈষম্য

বেলা-এর ডঃ মহিউদ্দিন ফারুক একটা আরজি দাখিল করলেন ইকবাল হোসেনের সপক্ষে। শেষোক্ত ব্যক্তিকে অন্ধত্বজনিত প্রতিবন্ধীত্বের অজুহাতে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের প্রাথমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল, যেটা আরজিতে চ্যালেঞ্জ করা হলো। ইকবাল হোসেন প্রার্থীরূপে যোগ্যতা অর্জন করার পর তাঁকে প্রবেশপত্রও দেয়া হয়েছিল কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাঁকে পরীক্ষার জন্যে বসতে দিচ্ছিলেন না। বেলা যুক্তি দেখাল যে এভাবে বাধা দান করা সরকারি নীতির পরিপন্থী এবং বৈষম্যের পর্যায়ে পড়ে। বিষয়টা চূড়ান্ত শুনানির অপেক্ষায় আছে।

৫. ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য

সারা বাংলাদেশে কল-কারখানাগুলো তাদের ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য বেআইনিভাবে অপসৃত করে থাকে যার ফলে দূষণের সৃষ্টি হয় এবং জনস্বাস্থ্য বিপন্ন হয়। ঢাকা জেলায় সাভার এলাকার অধিবাসীদের কাছ থেকে অভিযোগ পাবার পর বেলা তদন্ত করে জানতে পারে যে বিগত কয়েক বছর ধরে একটা রঙের কারখানা তার কাছাকাছি সরকারি মালিকানাধীন ডোবাগুলোতে বর্জ্য নিঃসৃত করছিল যা পরে উপচে কৃষি জমিতে পড়ে ফসলের ক্ষতি করছিল। বেলা কারখানাটিকে আইনি বিজ্ঞপ্তি দিলো। পরিবেশ বিভাগও তাদের নিজেদের পক্ষ থেকে সরেজমিনে মূল্যায়ন করল এবং এর ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে কারখানাকে সতর্ক করে দিলো কার্যকর দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে।

২০০০ সালে ঘোড়াশাল ও পলাশ সার কারখানা থেকে নিঃসৃত এ্যামোনিয়া জনগণ ও গবাদি পশুর ক্ষতি করছিল। বেলা সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রতিবাদ করে এবং ক্ষতিপূরণ দাবি করে। ক্রমাগত প্রচারণা চালাবার পর যখন বিবিসিও বিষয়টা তুলে ধরল, তখন কারখানা কর্তৃপক্ষ ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মত হলো।

পরিবেশ আইন বিষয়ক কর্মশালা।

ফলাফল সম্পর্কে শিক্ষা ও অন্তর্দৃষ্টি লাভ

জনগণ বা বঞ্চিত গোষ্ঠির সরাসরি উপকার

সে-সব জনস্বার্থ মামলায় আদালত ইতিবাচক রায় দেয় সেগুলো তাৎক্ষনিকভাবে এবং সরাসরি বিবাদীকে সুফল এনে দেয়। উদাহরণত চিকিৎসা ক্ষেত্রে অনাচার বা দুর্ঘটনার যে-সব মামলায় ক্ষতিপূরণ চাওয়া হয় সেগুলোতে আদালতের রায় অনুকূল হলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি সরাসরি টাকা পায়। পারিবারিক আইনও এই শ্রেণীতে পড়ে যেহেতু তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের খোরপোষ প্রদানের অনুকূলে রায় হলে তাঁরা সরাসরি উপকৃত হন। ভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত কতকগুলো মামলাও এমনি প্রত্যক্ষ, ইতিবাচক ফল দিয়েছে, কেবল ব্যক্তিবিশেষের জন্যে নয়, বৃহত্তর গোষ্ঠির জন্যে, যেমন বস্তি অপসারণ মামলা, কক্সবাজারে খাস জমির মামলা যেখানে আদালত নিবর্তনমূলক আদেশের বলে গরিব ও বঞ্চিত নাগরিকদের জমি থেকে উচ্ছেদ নিষিদ্ধ করে তাদের ভিটামাটি অক্ষত রেখেছে।

ভবিষ্যৎ সংরক্ষণের জন্যে পূর্বদৃষ্টান্ত স্থাপন

এ-ধরনের প্রত্যক্ষ ও তাৎক্ষণিক ফলদায়ক মামলাগুলোরও গুরুত্ব রয়েছে কারণ সেগুলো পূর্বদৃষ্টান্ত স্থাপন করে ভবিষ্যতের মামলাতে সুফল আসার পথ প্রশস্ত করে। দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ মামলা ও অন্যায়ভাবে চাকুরিচ্যুতি মামলাগুলো পূর্বদৃষ্টান্ত স্থাপনের সর্বোত্তম উদাহরণ যা ভবিষ্যতের মামলাকারী এবং সরাসরি সংশ্লিষ্টদের সাহায্য করে। আরেক ধরনের মামলা পূর্বদৃষ্টান্ত স্থাপন করে কেবল ভবিষ্যতের রায়ের ওপরই প্রভাব বিস্তার করে না, বরং যাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে তাদের আরেকবার একই রকম অন্যায় করা থেকে বিরত রাখবে। রাজউকের বিরুদ্ধে গুলশান, বনানী, বারিধারা ও উত্তরার লেক ভরাট করা এবং গুলশান পার্কিং লটকে প্রাইভেট প্লটে রূপান্তরিত করার জন্যে যে মামলাগুলো হয়েছিল সেখানে স্বয়ং রাজউকের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে রায় দেয়া হয়েছিল। আশা করা যায় এর ফলে ভবিষ্যতে রাজউক কর্মকর্তারা অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করবেন।

বিদ্যমান আইনগুলোর প্রয়োগক্ষেত্র সম্প্রসারিত করা

জনস্বার্থ মামলা ব্যবহার শাস্ত্রের কতকগুলো অধিকার ও নীতি সম্বন্ধে এক সম্পূর্ণ নতুন ব্যাখ্যাও দিতে পারে। এ-ধরনের ফলাফল পাওয়া গেছে যখন হাইকোর্ট কোনো আইন প্রয়োগকারী সংস্থা-কর্তৃক ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে নিন্দা জানিয়েছে, কিশোরদের বিচার করার আইন লঙ্ঘন করা হয়েছে এবং নির্যাতন এবং নিষ্ঠুর ও অস্বাভাবিক শাস্তি থেকে মুক্ত থাকার সাংবিধানিক নিশ্চয়তা ভঙ্গ করা হয়েছে। ভূমিহীনদের আশ্রয় পাবার অধিকার এবং বস্তিবাসীদের জীবন ও জীবিকা নির্বাহের অধিকারও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তাছাড়া তেজস্ক্রিয়াযুক্ত গুঁড়া দুধ আমদানির বিরুদ্ধে বেলা-এর রিট আরজি দাখিলের ফলস্বরূপ জীবন ধারণের

সাংবিধানিক অধিকার ব্যাপকতর অর্থ পেয়েছে এবং স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশের অধিকার যে জীবন ধারণের অধিকারের অন্তর্গত, এটা স্পষ্ট স্বীকৃতি পেয়েছে। এ-সকল অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যেগুলো সংরক্ষণের জন্যে আদালতে হাজির হওয়া যায় এবং আদালত সিদ্ধান্ত নেয়। তদুপরি সমানাধিকার, আইনের শরণাপন্ন হওয়ার সম-অধিকার এবং কোনো বৈষম্য দ্বারা আক্রান্ত না হওয়ার অধিকারের আবাহন হয়েছে যখন কোনো প্রতিবন্ধী-কে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা, বন্যা প্রতিরোধ বাঁধ চাপিয়ে দেয়া, উটের আরোহী হওয়ার জন্যে শিশুর পাচার এবং "নিরাপদ হেফাজতের" নামে মহিলা ও বালিকাদের আটক রাখা চ্যালেঞ্জ করা হলো।

নতুন আইন ও বিধি প্রতিষ্ঠায় গতি সঞ্চার

আরো কতকগুলো মামলা তাৎপর্যপূর্ণ এজন্যে যে এগুলো কোনো ব্যক্তির অনুকূলে রায় বিধি ও আইন প্রণয়নে এমন পরিবর্তন আনতে পারে যার পরবর্তী পর্যায়ে গভীর ছাপ ফেলবে। উদাহরণ স্বরূপ, মহিলা ও অপ্রাপ্তবয়স্কদের "নিরাপদ হেফাজত" সংক্রান্ত যে-সব মামলা ব্লাস্ট পরিচালনা করেছে সেগুলো এই সমস্যা সম্পর্কে নতুন আইন প্রণয়ণের পথ নির্দেশ করেছে। অনুরূপভাবে, ইটের ভাটির বিরুদ্ধে বেলা যে-সব মামলা করেছে তার ফলস্বরূপ পরিবেশ বিভাগের বিধিমালায় পরিবর্তন আনতে হয়েছে। কতো বিশাল সংখ্যক জনগণের শুভাশুভ এর দ্বারা প্রভাবিত হবে সেটা বিবেচনা করলে এই পরিবর্তন সুদূরপ্রসারী।

আইন প্রয়োগে উন্নতি

আইনে প্রকৃত পরিবর্তন আনা ছাড়ও কোনো কোনো সময় জনস্বার্থ মামলা বিদ্যমান আইন ও বিধিমালার প্রয়োগের উন্নতি সাধন করে। যেমন, তেজস্ক্রিয়াযুক্ত দুধের বিক্রয় ও বন্টন সংক্রান্ত মামলা জনসাধারণের সেব্য দুধের মানের সঠিক অনুসরণে বাধ্য করল। তাছাড়া সীসা দ্বারা সৃষ্ট দূষণের বিরুদ্ধে যখন বেলা মামলা করল তখন সরকার দুই স্ট্রোক ইঞ্জিন আমদানির ওপর ৩০০% কর আরোপ করল এবং সীসা-মুক্ত জ্বালানি স্টেশন প্রতিষ্ঠা করল। বেলা-এর সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, "অনেক ক্ষেত্রে জনস্বার্থ মামলা আইনকে যাচাই করে– পুরানো আইনের পুনরুজ্জীবন ঘটায় যাতে তার কার্যকারিতা পরীক্ষা করা যায়"।[৪৯]

সেচ্ছায় আইন মান্য করার প্রবণতা বৃদ্ধি

অপরাপর অনেক উদাহরণ রয়েছে যেখানে আরজি দাখিল করা মাত্র এবং আদালত কোনো রুল জারি করবার পূর্বে অথবা চূড়ান্ত রায় দেবার আগেই কাঙ্খিত পরিবর্তন সাধিত হয়ে যায়। ব্লাস্ট-এর স্টাফ আইনজীবী রফিকুজ্জামান বলেছেন "কতক মামলায় অন্তর্বতীকালীন আদেশই কাঙ্খিত ফল এনে দেয় এবং এর বেশি অগ্রসর হবার আমাদের দরকার হয়না"।[৫০] উদাহরণ স্বরূপ, ইন্ডাস ভ্যালি মামলার ফলে সরকার প্রকল্পটি বাতিল করল এবং রাজউকের চেয়ারম্যানকে বরখাস্ত করল। বেলা-এর সৈয়দ রিজওয়ানা হাসান[৫১] যেমন বলেছেনঃ

[৪৯]ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার

[৫০]ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার

[৫১] ওপরের টীকা ৪৯ দেখুন

অনেক মামলায়, যেমন ছোটখাটো জোর দখলের মামলায়, আইনি বিজ্ঞপ্তিতেই কাজ হয়। যাদেরকে মনে করা হয়েছিল অসহায় গোষ্ঠী তাদের স্বার্থের বিষয়টি কোনো সংগঠন হাতে তুলে নিয়েছে, এই ঘটনাই যথেষ্ট।

সংস্কারের জন্য জনগণের চাপ

অনেক মামলা ঝুলে থাকতে পারে বা আদালতের অনুকূল রায় না পাওয়া যেতে পারে কিন্তু সংবাদ মাধ্যমে বিষয়টা গুরুত্ব পেলে এবং কর্মকর্তাদের ওপর জনগণের চাপ বাড়তে থাকলে একটা পরিবর্তন আসে এবং কর্মকর্তারা তাদের দায়িত্ব নির্বাহ করার ব্যাপারে জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকেন। দেশের মধ্যে পুলিশ কর্তৃক ক্ষমতার অপব্যবহার এবং কিশোরদের আইনানুযায়ী বিচার করতে ব্যর্থতা সংবাদপত্রে ফলাও করে ছাপা হয় এবং রাজনৈতিক তর্কাতর্কিতে আইন প্রয়োগের বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে মানবাধিকারের বিষয়টি বিশেষ প্রাধান্য পায়। অনুরূপভাবে, রঙের কারখানার বিপজ্জনক বর্জ্য এবং শিশু পাচারের মামলার কারণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোতে কর্মতৎপরতা দেখা যায় যাতে যে-সব আইন আগে থেকেই বহাল আছে সেগুলো প্রয়োগ করা হয়। এইসব মামলার ইতিবাচক ফল এখনো পুরোপুরি পাওয়া যায়নি কিন্তু সেগুলোর বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে কারণ সেগুলো সরকারি দফতরের দায়-দায়িত্ব সম্বন্ধে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করে এবং রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকান্ডের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বাড়ায়।

সরকারি কর্মকর্তাদের বৃহত্তর সচেতনতা

জনস্বার্থ মামলার আরেকটি ইতিবাচক ফল হলো বিশেষ কতকগুলো বিষয় সম্বন্ধে প্রশাসন এবং সরকারি কর্মকর্তারা সংবেদনশীল হয়ে ওঠে। প্রকল্পের উদ্যোগে সেমিনার, কর্মশিবির এবং বক্তৃতার যখন আয়োজন হয়, সাধারণত সরকারি কর্মকর্তারা তার সঙ্গে যুক্ত থাকেন। ফলে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা বাড়ে।

বেলা-এর সূত্রগুলোর মতে, প্রজ্ঞা বাড়ার একটা মূল্যবান ফলোদয় হলো সরকারি কর্মকর্তাদের বৃহত্তর সহযোগিতা। পরিবেশ বিভাগ বিভিন্ন উপলক্ষে বেলা-এর সঙ্গে সহযোগিতা করেছে। উদাহরণত সাভার এলাকার দূষণের ব্যাপারে। তাছাড়া সাভার পৌরসভার চেয়ারম্যান স্বয়ং বেলা-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁর এলোকায় দূষণের অবনতিশীল পরিস্থিতি সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। যদিও তিনি জনস্বার্থ মামলার আবেদনকারী হতে পারেন না (কারণ তিনি প্রশাসনের অঙ্গ) তিনি বেলা-এর সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন এবং সমস্যাটায় একটা সর্বোত্তম সুরাহা খোঁজা হচ্ছে।

আইন এবং বিচার প্রক্রিয়াতে আস্থা বৃদ্ধি

অত্যন্ত দৃশ্যমান কতকগুলো বিষয় আছে যেমন লিঙ্গ বা ধর্মীয় ভিত্তিতে বৈষম্য সৃষ্টি। এগুলো নিয়ে মামলা দায়ের করার প্রস্তুতিকল্পে সেমিনার, কর্মশিবির এবং প্রেস কনফারেন্সের

আয়োজন হয়। তার ফলে আইনের প্রয়োজনীয় সংস্কারের জন্যে তৃণমূল থেকে চাপের সৃষ্টি হয়। নাগরিকরা আজকে তাদের বেঁচে থাকার অধিকার, স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে বসবাসের অধিকার ও আরো অনেক অধিকার সম্বন্ধে সচেতন যেটা বাংলাদেশে আগে কখনো দেখা যায়নি। ব্যক্তি এবং গোষ্ঠির অধিকার রক্ষায় আদালত কেমন কাজ করে তাও তাঁরা দেখেছেন এবং তাঁরা এও দেখেছেন যে সরকার বলতে যে বস্তুকে বোঝায় সেটা নাগরিকদের বা কোনো জনগোষ্ঠীর অধিকার লঙ্ঘন করলে তাকে জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হয়।

এই সচেতনা দেশের আইনি পরিবেশের মধ্যে বিরাট পরিবর্তন এনেছে। এর ফলে সকল পর্যায়ে জননীতির ওপর প্রভাব ফেলবার সুশীল সমাজের ক্ষমতা বেড়েছে।

লিগ্যাল এইড ক্লিনিক-এর সাধারণ সভা।

মামলা নির্বাচনের নীতিকৌশল ও সাফল্যের নিরূপক

জনস্বার্থ মামলা কৌশলে নির্বাচন করা যাতে নীতি প্রণয়ণের ওপর এটার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়বে- এটা যে কোনো দেশের পক্ষে একটা দুরূহ সমস্যা। বাংলাদেশের মতো দেশে এটা আরো দুরূহ সমস্যা। বাংলাদেশে এটা আরো দুরূহ এ-কারণে যে এখানে মৌলিক অধিকার বরাবরই ক্ষুন্ন হচ্ছে; তার ফলে পূর্বাপর স্থির করা আর সুকৌশলে নির্বাচন করা অত্যন্ত জরুরি। জনস্বার্থ মামলার জন্যে একটা আদর্শগত অঙ্গীকার দরকার , বিশেষ করে এই কারণে যে এ-ধরনের মামলা জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত। ব্লাস্ট-এর উপদেষ্টা ডক্টর শাহদীন মালিক বলেন, "আপনি যখন অন্যের পক্ষ নিয়ে মামলা লড়ছেন, আপনার মধ্যে একটা বঞ্চনার বোধ থাকতে হবে; অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার তাড়না আপনার মধ্যে থাকতে হবে যেটা আপনাকে জনগণের স্বার্থ নিয়ে মামলা লড়তে উদ্বুদ্ধ করবে"।[৫২] তিনি আরো বলেন যে "জনস্বাস্থ্য মামলার বিষয়গুলো স্পষ্টত কোনো আইনের মধ্যে সাধারণত পড়ে না। অনেক ক্ষেত্রেই সংবিধানের অনেক উহ্য শর্তাবলীর ব্যাখ্যা নিয়ে এর কারবার এবং সুবিচার সম্পর্কে ব্যাপকতর ধারণার ওপর ভর করতে হয়"।[৫৩]

নীতিকৌশলের দিক থেকে একটা ব্যাপারে স্পষ্ট করে দিতে হবে যে দরিদ্র ও অসহায় লোকজন বা বৃহত্তর জনগণ উপকৃত হবে কিনা। আপাতঃদৃষ্টিতে বঞ্চিত নয় এমন বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে উপকৃত করলেও জনস্বার্থ মামলা যুক্তিসঙ্গত হয় যদি এই মামলা পরিণামে সাধারণ জনগণের উপকারে আসে। এটাও মনে রাখতে হবে যাদের টাকা আছে তারা সবসময় যে আদালতে গিয়ে বিচার পেতে পারে তা নয়। রাজনীতিতে দুর্নীতির কারণে উকিল নিয়োগ করতে এবং মোকদ্দমা চালিয়ে যেতে সক্ষম এমন লোকও আদালতের শরণাপন্ন হতে বাধা পেতে পারে।

ব্লাস্ট-এর নীতিকৌশল অনুযায়ী এমন আরজিও দাখিল করা হয়েছে যেটা যেটা ধনী ব্যক্তিদের সপক্ষে কিন্তু একটা বিশেষ ক্ষেত্রে পূর্বদৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম। উদাহরণ স্বরূপ, ডা ডক্টর মালিক যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, "গুলশান গাড়ি পার্ক মামলার আমাদের সব দলিলপত্র সরবরাহ করা হয়েছিল এবং লোকজন ছিল ওয়াকিবহাল। যদিও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা "বঞ্চিত শ্রেণীর মধ্যে পড়ে না, এই মামলা আদালতে তুললে পরে অনুরূপ অনেক ক্ষেত্রে মামলা করার সুবিধা হবে যেখানে জনগণ কম অবস্থাপন্ন এবং দলিলপত্র পর্যাপ্ত নেই"। ব্লাস্ট-এর স্টাফ আইনজীবী রফিকুজ্জামান আরো বলেছেন যে, কোন মামলা পরিচালনা করা হবে সেটা স্থির করার জন্যে প্রধান বিবেচ্য হচ্ছে কাগজপত্র হস্তগত করতে পারা, কারণ জনস্বার্থ মামলার পেছনে থাকতে হবে পর্যান্ত গবেষণা এবং প্রয়োজনীয় দলিল দস্তাবেজ।[৫৪]

মামলা নির্বাচন করবার নীতিকৌশল উন্নত হয়েছে বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে পরস্পর জানাজানির সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও নতুন চিন্তা-ভাবনা আহরণ করার ফলে। জনস্বার্থ মামলা প্রকল্প শুরু করার আগে ব্লাস্ট চারটা NGO-এর সঙ্গে তথ্য বিনিময়ের একটা সংযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলে যাতে যে-সব আইনি এলাকয় জরুরি ভিত্তিতে কাজ করতে

[৫২]ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার

[৫৩]প্রাগুক্ত

[৫৪]ওপরের টীকা ৫০

হবে সেগুলো চিহ্নিত করা যায়। প্রকল্প চলাকালে অন্যান্য সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠান বেলা বা ব্লাস্ট-এর কাছে কতগুলো মামলার প্রস্তাব নিয়ে এসেছে কারণ মনে করেছে এগুলো এই দুটো প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন বিষয়। উদাহরণত, হেলেন কেলার ইনস্টিটিউট সেই অন্ধ ব্যক্তির পক্ষে রিট করার জন্যে ব্লাস্ট-এর সঙ্গে যোগাযোগ করল; 'নিজেরা করি' একটা এনজিও যেটা ভূমিহীনদের স্বার্থ নিয়ে কাজ করে, তারা বেলা–এর শরণাপন্ন হলো চিংড়ি চাষের জন্যে অবৈধভাবে ভূমি বরাদ্দের মামলা নিয়ে। পরস্পর আদান-প্রদানের এই নেটওয়ার্ক তথ্য আহরণ ও প্রয়োজনীয় দলিলপত্র সংগ্রহের কাজে সাহায্য করে যেটা মামলা চালাবার সময় দরকার হয়। ব্লাস্ট ও বেলা অনেক সময় একযোগে কাজ করেছে এবং অন্যান্য বিশেষ কাজে অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের সাহায়তা নিয়েছে।[৫৫] তাছাড়া, ব্লাস্ট ও বেলা-এর সেই সকল মামলা হাতে নেবার সম্ভাবনা বেশি যেগুলোতে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহায়তা পাবার সম্ভাবনা বেশি।

তথ্য মাধ্যমের মনোযোগ আকৃষ্ট হবে কিনা সেটাও একটা বিবেচ্য বিষয়। বেলা-এর রিজওয়ানা হাসান[৫৬] যেমন বলেছেন, "একটা খবরের কাগজ কিছু পরিবেশ-সম্পর্কিত নিয়ম লঙ্ঘনের প্রতিবেদন ছাপাতে পারে; বেলা পরিবেশ-সম্পর্কিত কোন কোন অধিকার ক্ষুন্ন হয়েছে চিহ্নিত করে এবং মামলা দায়ের করে"।

নীতিকৌশল অবলম্বনে এটাও মনে রাখতে হবে যে সময়ের ব্যাপারটা জরুরি, বিশেষ করে যখন রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রশ্ন জড়িত। ব্লাস্ট-এর ডক্টর শাহদীন মালিকের কথায়ঃ

> *আদালতে একটা মামলা তুলবার সময়টা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়.... কোনো কোনো বিষয়ের ওপর মতৈক্য থাকতে পারে, যেমন ধরা যাক হরতাল–হরতাল অন্যায় এবং এটা জনগণের অধিকার ক্ষুন্ন করে। তা-সত্ত্বেও, [রাজনৈতিক] ধর্মঘটের বিরুদ্ধে আদালতের রায় কার্যকর করা যদি সম্ভব না হয়, বিচারক একটা নেতিবাচক রায় দিতে বাধ্য বলে নিজেকে ভাবতে পারেন। এমন অনেক বিষয় আছে যেগুলো একটা সময়ে গুরুত্ব বহন করে না কিন্তু অন্য সময় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।... কোনো সমস্যার ওপর নেতিবাদী পূর্বদৃষ্টান্ত স্থাপনের ঘটনা এড়িয়ে চলা উচিত যেটার ওপর হয়ত পরবর্তীকালে যখন সামাজিক ও রাজনৈতিক আবহাওয়া অনুকূল থাকবে তখন ইতিবাচক রায় হবে"।[৫৭]*

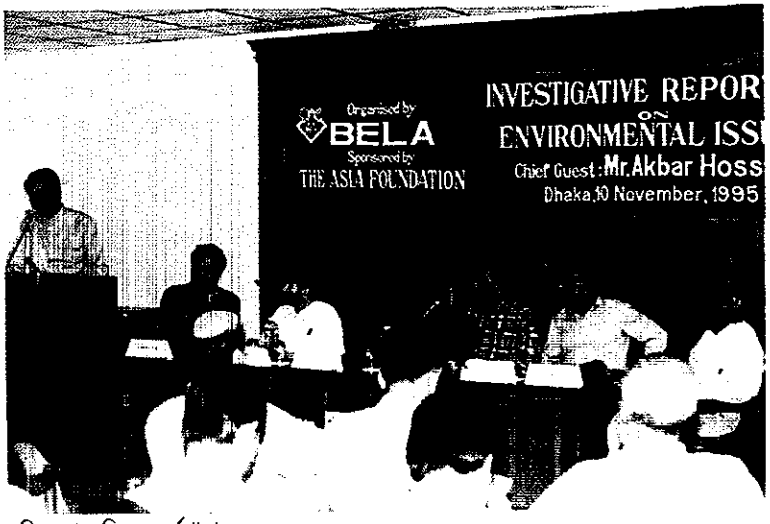

পরিবেশগত বিষয়ে কর্মশালা।

[৫৫] বেলা ও ব্লাস্ট যে-সকল প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আন্তঃসংযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে সেগুলো হলো আইন ও সালিশ কেন্দ্র, মহিলা পরিষদ, Madaripur Legal Aid Association, Sammalita Shamajik Andolon, Odhikar, CAB, Proshika, Food and Nutrition Institute of Dhaka University, Coalition for Urban Poor, CONCERN Bangladesh, Sonhhoti, and Nijera Kori.

[৫৬] 'দি ডেইলী স্টারের' ২ জুলাই ১৯৯৯ তারিখের সাপ্তাহিক সাময়িকী বেলা-র ওপর একটা প্রচ্ছদ-নিবন্ধ প্রকাশ করল যার শিরোনাম "Bangladesh Environmental Lawyers Association: Pioneering the New Age of Conservation." ঐ সংখ্যায় দেখুন রিজওয়ানা হাসানের সাক্ষাৎকার।

[৫৭] ওপরের টীকা ৫২

সচল বিচার ব্যবস্থার আবশ্যকতা

জনস্বার্থ মামলার প্রক্রিয়ায় বিচারকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ জরুরি যাতে এ-ধরণের মামলার সুফল নিশ্চিত করা যায়। বিবেকবান ও সতর্ক বিচারকের ভূমিকা এখানে গুরুত্বপূর্ণ যিনি নাগরিকদের মৌলিক অধিকার বাস্তবায়ন এবং জনগণের স্বার্থ সমুন্নত রাখা তাঁর দায়িত্ব মনে করেন। সুশাসন ও বিচার ব্যবস্থার সুষ্ঠু কার্যকরিতার মধ্যে একটা নিবিড় সর্ম্পক রয়েছে। এটা জরুরি ব্যক্তি পর্যায়ে ও সার্বিকভাবে সামাজের অধিকার সমুন্নত রাখতে, বিশেষ করে যে-ক্ষেত্রে নির্বাহী, প্রশাসনিক ও আইনি ক্ষমতা একটাই রাজনৈতিক দলের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়।

আদালত যখন নিজ উদ্যোগে কোনো সমস্যাতে হস্তক্ষেপ করে তখন বলা হয় 'সুয়োমটো' বা স্ব-প্রণোদিত হয়ে কাজ করা। সেক্ষেত্রে বিচারক নিজেই একজন উদ্বিগ্ন নাগরিক হয়ে যান।[৫৮] রাষ্ট্র বনাম ডিসি সাতক্ষিরা এক্সপার্টি নজরুল ইসলাম[৫৯] মামলায় হাইকোর্ট 'সুয়োমটো' আদেশ দিয়ে অপ্রাপ্তবয়স্ক নজরুল ইসলামকে কারাগারের বন্দিত্ব থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করল, তদুপরি আদালত সরকারের সচিবদের আদেশ করল কিশোরদের বিচার সংক্রান্ত আইন প্রয়োগে আদালতের নির্দেশের প্রেক্ষিতে কী পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে সে-সম্পর্কে প্রতিবেদন দাখিল করতে।

'সুয়োমটো' পদক্ষেপ নেয়া হয় কোনো অসাধারণ অন্যায় ঘটলে যখন বিচারক টেলিভিশনে বা মুদ্রণ-মাধ্যমে কোনো চূড়ান্ত অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা দেখে হকচকিয়ে যান। বিচারকদের অবগতির উৎস যে-কোনো কিছু হতে পারে; কোনো আগন্তুক তাঁর দরজার কড়া নেড়ে কোনো খবর দিতে পারে, কোনো বন্ধু কোনো খবর দিতে পারে অথবা বিচারক তাঁর দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে কিছু জানতে পারেন।[৬০]

যদিও জনস্বার্থ এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে 'সুয়োমটো' কার্যক্রম তাৎপর্যপূর্ণ, অনেক ধরনের ঘটনায় সাধারণত এর শরণ নিতে দেখা যায় না। বেলা-এর সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে 'সুয়োমটো' মামলার ঘটনা দুর্লভ কারণ "বিচারকের তথ্যের উৎস [পরিবেশ সংরক্ষণ নীতির লঙ্ঘন সম্বন্ধে] সীমিত"।

বিচার ব্যবস্থা ক্রমশ সক্রিয় হতে থাকলে ভবিষ্যতে জনস্বার্থ মামলার ক্ষেত্র আরো প্রসারিত হতে পারে, যেমন অন্যান্য দেশে। কতকগুলো দেশের আইন ব্যবস্থায় জনস্বার্থ মামলা করবার জন্যে আনুষ্ঠানিকভাবে আরজি পেশ করারও দরকার হয় না। উদাহরণত, ভারতের সুপ্রিম কোর্ট এটা সহজেই উপলব্ধি করল যে জনগণের মঙ্গলের তাগিদে কোনো ব্যক্তি সহজে ব্যয়বহুল ও ঝামেলাপূর্ণ মামলা করার দায়িত্ব নেবে না।[৬১] এই প্রতিকূলতা কাটিয়ে ওঠার জন্যে এবং লোকহিতৈষী ব্যক্তিদের জন্যে আদালতের দারস্থ হওয়ার কাজ সহজতর করার জন্যে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট পদ্ধতিগত নিয়ম-কানুন আরো সহজ করেছে ঃ আদালতকে একটা চিঠি লেখাই যথেষ্ট; সেটাকেই আদালত গ্রাহ্যে নেবে এবং অগ্রসর হবে।[৬২] এই ব্যবস্থাকে বলা হয়েছে 'চিঠিপত্র-ঘটিত এখতিয়ার' যার প্রবর্তন বাংলাদেশে এখনো হয়নি।[৬৩] চিঠিপত্র ঘটিত

[৫৮]বিশদ আলোচনার জন্য দেখুন Ahmed Naim (1999). Public Interest Litigation: Constitutional Issues and Remedies: BLAST, Dhaka, p. 51.

[৫৯] 45 DLR (1993) 643.

[৬০]ওপরের টীকা ৫৮. পৃ. ১৪৮.

[৬১]Ghosh, Pradip (2000). Correspondent's Report in Jurist: http://juristlaw.pitt.edu/world/indiacor2.htm on 4/6/2001

[৬২] প্রাগুক্ত

[৬৩]ওপরের টীকা ৫৮, পৃষ্ঠা ১৪৬-৭

এখতিয়ার কেবল অত্যন্ত গুরুতর অধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এবং চিঠির অভিযোগ একবার আদালত গ্রহণ করে নিলে রিটের নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসৃত হবে। যে সকল দেশ এ-ধরনের অভিযোগ গ্রহণ করে ও গ্রাহ্যে নেয় সেখানে এগুলো বিহিত করার জন্যে বিশেষ অনুবিভাগ থাকে।[৬৪] ভারতে চিঠির মাধ্যমে প্রাপ্ত আবেদন গৃহীত হলে সেটার প্রাথমিক তদন্তের জন্যে জনস্বার্থ মামলায় আদালত বিশেষ কমিশন বসিয়েছে।[৬৫]

বিচার বিভাগ সক্রিয় থাকলে জনস্বার্থ বিষয়ে সম্মানিত আইন বিশেষজ্ঞদের সহায়তা দ্বারাও চালিত হয়। জনস্বার্থ মামলা দায়ের হলে অনেক সময় আদালত বিশিষ্ট আইনজ্ঞদের অভিমত চেয়েছে এবং গ্রহণ করেছে। এই আইনজ্ঞরা 'এ্যামিকাস কুইরে' বা আদালতের বান্ধবরূপে কাজ করেন এবং কোনো জটিলতা বুঝতে সাহায্য করেন। যখন প্রয়োজন আদালত এ-ধরনের সাহায্য অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকেও গ্রহণ করে।[৬৬]

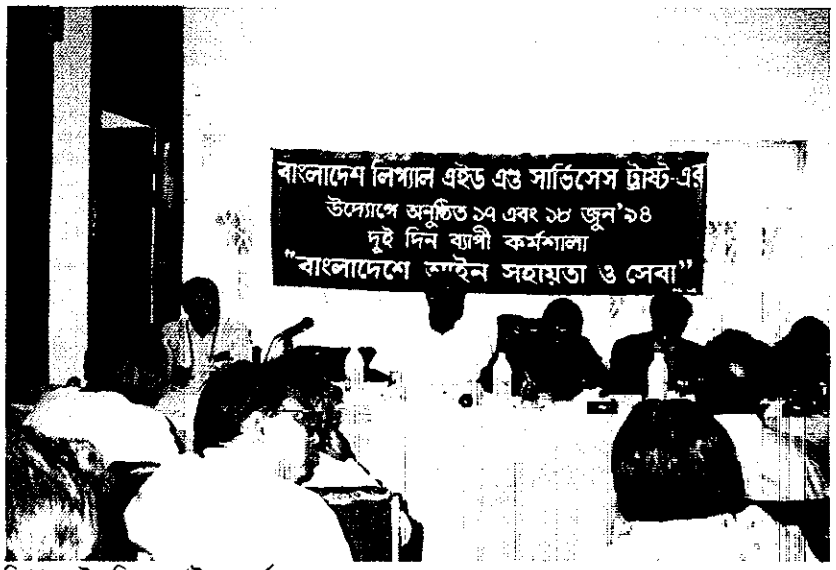

লিগ্যাল এইড বিষয়ক ট্রাস্ট-এর কর্মশালা।

[৬৪] প্রাগুক্ত

[৬৫] Supra note 37 at p. 9.

[৬৬] প্রাগুক্ত

প্রতিবন্ধকতা

জনস্বার্থ মামলা চালিয়ে যাবার কাজ অনেক সময় দুরূহ হয়ে ওঠে। সাধারণ মামলায় মক্কেল সমস্যাটা ব্যাখ্যা করে আর তথ্য আর দলিলপত্রের বেশির ভাগ সরবরাহ করে যেটা মামলা চালাবার জন্যে আইনজীবীর দরকার পড়বে। কিন্তু জনস্বার্থ মামলায় আইনজীবী আর মানবাধিকার কর্মীদের অনেক বেশি দায়িত্ব নিতে হয়। জনগণের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা চিহ্নিত করা থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য আগ্রহী পক্ষগুলোর সঙ্গে সলা-পরামর্শ করা, এ-ধরনের মামলার যৌক্তিকতা নির্ণয় করা, প্রাসঙ্গিক আইনগুলো নিয়ে গবেষণা করা এবং প্রয়োজনীয় দলিল দস্তাবেজ সংগ্রহ করা।

তাছাড়া জনস্বার্থ মামলায় অনেক সময় দরকার পড়ে "স্পর্শকাতর দলিলপত্রের সরকারি দফতর থেকে পুনরুদ্ধার যেটা যে-কেউ সহজেই বুঝতে পারবে প্রায়ই একটা কঠিন ও কালক্ষেপকারী প্রক্রিয়া প্রমাণিত হয়"।[৬৭] জনস্বার্থ মামলা প্রকল্পের নথিপত্রে উল্লেখ রয়েছে যে অনেক ক্ষেত্রে পার্লামেন্টারি জুডিশিয়াল কমিটি রিপোর্ট দেখবার সুযোগ ছিল সীমিত কারণ আদালত এই সুযোগ দিতে অনিচ্ছুক ছিল।[৬৮] ১৯৯৯ সালে বেলা উল্লেখ করল যে "কোনো চাঞ্চল্যকর মামলা দায়ের করবার জন্যে তথ্য সংগ্রহ একেক সময় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়"।[৬৯] বিশেষ কিছু সরকারি কর্মকর্তার কায়েমি স্বার্থ রক্ষার তাগিদ তথ্য সরবরাহ করতে এই অনিচ্ছার পেছনে কাজ করে।

ব্লাস্ট উপলব্ধি করেছে যে বিচার ব্যবস্থার চিরাচরিত বিলম্ব এবং পেছনের জমে-থাকা মামলার সংখ্যা জনস্বার্থ মামলায় অগ্রগতির পথে এক প্রধান বাধা। প্রথম শুনানি সময় মতো হয় না কারণ পর্যাপ্ত সংখ্যায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আদালত স্টাফ ও বিচারকের অভাব। প্রথম শুনানির পর থেকে চূড়ান্ত রায়ের পথে অগ্রগতি এই জমে-থাকা মামলার কারণে বাধাপ্রাপ্ত হয়। তদুপরি, দীর্ঘ ছুটির পর হাইকোর্ট ডিভিশন বেঞ্চগুলো যখন পুনর্গঠিত হয়, প্রায়ই তাদেরকে আগের বেঞ্চের গৃহীত মামলা বিচারের এখতিয়ার দেয়া হয় না।[৭০]

আরেকটি সমস্যা এই যে বিচারে রায় পাওয়া সেই রায়ের বাস্তবায়নের কোনো নিশ্চয়তা দেয় না। পর্যাপ্ত সংখ্যক আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তার অভাব এবং তাঁদের সম্পদের অভাব, সেইসঙ্গে অনেক মন্ত্রণালয় ও কর্পোরেশনের এবং ব্যক্তি বিশেষের আদালতের সিদ্ধান্তের প্রতি নতি স্বীকারে অনিচ্ছা -- এ-সকল কারণে জনস্বার্থ মামলা অনেক হতাশার জন্ম দেয়। তাই জনস্বার্থ মামলাকে মৌলিক অধিকারের মর্যাদা নিশ্চিত করার কোনো মহৌষধি ভাবা উচিত নয়।

[৬৭] Annual Report on PIL Project: BLAST, 1 July 1997 to 30 June 1998.

[৬৮] Annual Report on PIL Project: BLAST, 1 July 1998 to 30 June 1999.

[৬৯] Six Monthly and Annual Reports; BELA; Sept. 1998 to Sept. 1999.

[৭০] Annual Report on PIL Project: BLAST, 1 July 1999 to 30 September 2000.

ভবিষ্যতের পথে

ট্যাফ পিল প্রকল্পের অধীন চলমান ও ফলোআপ কাজকর্ম চলছে। যে-সকল মামলার রায় এখনো হয়নি তারজন্যে যে-সব প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে তার মধ্যে রয়েছে প্রাসঙ্গিক পূর্বদৃষ্টান্ত উপস্থাপনের জন্যে গবেষণা, দলিলপত্র খুঁজে বের করা এবং মামলার স্বার্থে যে-সব ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ তাদের সঙ্গে যোগাযোগ। এ ছাড়া বিশেষ কিছু মামলা দায়ের করার পর আরো কতক ধরনের কাজ করতে হয়েছে। যথা, অন্ধ লোকদের পক্ষে রিট মামলা ফাইল করার পর সরকার ২০০০ সালে প্রতিবন্ধীদের ব্যাপারে একটা আইন প্রণয়ন করল। দাফতরিক প্রজ্ঞাপনে বিলম্বের কারণে আইনটা এখনো কার্যকর হয়নি। বেলা তখন ইমপ্যাক্ট ফাউন্ডেশন ও ডেইলি স্টার সহযোগে আইনটি সম্বন্ধে এক গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করল। তেমনি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তদন্ত ও তথ্যাহরণের ফলোআপ করে বেলা ওয়েস্ট কনসার্ন বলে একটা এনজিও সহযোগে বিভিন্ন ধরনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নততর কৌশল খুঁজছে।

নতুন মামলার উদ্যোগ

ট্যাফ পিল - এর অধীনে যে-সব নতুন মামলার তদন্ত হয়েছিল সেগুলোও তদারক করা হচ্ছে। এখন বেলা বিবেচনা করছে চাঁপাই নবাবগঞ্জের জনগণের পক্ষে সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করার কথা। সে-এলাকার পৌরসভার চেয়ারম্যান এ-বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। বেলা-এর ভাষ্য অনুসারে কর্তৃপক্ষের "নীরবতা দন্ডনীয় অপরাধের" শামিল।[৭১] রিজওয়ানা হাসান মনে করেন - এ ধরণের মামলা দায়ের করার এখনই প্রকৃষ্ট সময়। তিনি বলেন, "আমরা বিশেষ কোনো এলাকার লোকদের জন্যে প্রতিবিধান আদায় করতে পারি। কোনো বিশেষ এলাকার কর্তৃপক্ষকে আদালত আদেশ দিতে পারে সেখানকার লোকদের কষ্ট লাঘব করার জন্যে, কিন্তু সমগ্র বাংলাদেশের আর্সেনিক পরিস্থিতি সম্পর্কে এমন আদেশ দিতে পারবে না, কারণ-সেটা হবে অবাস্তব।[৭২]

জনস্বার্থ মামলার নতুনতর ক্ষেত্র অন্বেষণ

জনস্বার্থ মামলায় আরো বড় উদ্ভাবনা হচ্ছে মামলার জন্যে নতুনতর আইনি ক্ষেত্র খোঁজা। সুশাসন নিশ্চিত করার জন্যে জনগণের তহবিলের খবরদারি ও মূল্যায়ন বিশেষ জরুরি। ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশে বিশাল অংকের জনগণের অর্থ অসৎ সরকারি কর্মকর্তাদের পকেট ভারি করেছে। এ-ছাড়া আছে বে-সরকারি ঠিকাদার এবং ক্ষমতাসীন দলের লোকজন। দুর্নীতির সম্ভাবনা আছে, সরকার ও বে-সরকারি পক্ষের মধ্যে এমন চুক্তির ব্যাপারে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন বাংলাদেশের আদালতগুলো স্বীকার করতে আরম্ভ করছে। যথা মেজর (অবঃ) মোহম্মদ আখতারুজ্জামান বনাম বাংলাদেশ মামলা। বাংলাদেশের-প্রতিনিধিস্বরূপ সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, রমনা, ঢাকা ও অন্যান্য।[৭৩] এই মামলার আবেদনকারী সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের অধীন আরজি দাখিল করেন এই মর্মে যে আটটা মিগ-২৯ গ্রাউন্ড ফাইটার ক্রয়ের

[৭১] দেখুন *The Daily Star* পত্রিকায় ৫ এপ্রিল, ২০০০ তারিখে প্রকাশিত সংবাদ "Criminal Silence for three years!"

[৭২] ওপরের টীকা ৪৯

[৭৩] Writ Petition No. 3774 of 1999.

জন্যে বাংলাদেশ ও রাশিয়ার মধ্যেকার চুক্তি "বৈধ ক্ষমতা-বহির্ভূতভাবে সম্পাদিত, বে-আইনি ও আইনের দিক থেকে অকার্যকার ঘোষণা করা হোক"। আরজি দাখিলকারী অভিযোগ করেন যে উপরোক্ত চুক্তি আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং চুক্তিটি রাষ্ট্রপতির সম্মুখে পেশ করা বা পার্লামেন্টে রাখার ব্যাপারে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪৫ক প্রতিপালন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব, জনগণের তহবিলের সঙ্গে সম্পর্কিত দুই সরকারের মধ্যকার একটি বিষয়ে একজন বে-সরকারি ব্যক্তিকে সংক্ষুব্ধ হিসেবে বিবেচনা করা হলো। শুনানির অপেক্ষা হচ্ছে। এ-ধরনের মামলা নতুনতর বিষয়ে জনগণের চেতনা সৃষ্টিতে সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলবে।

রায়-পরবর্তী-খবরদারি-জোরদার করা

আইনের নতুনতর ক্ষেত্রে মামলার উদ্যোগ ছাড়াও আদালতের রায়ের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্যে রায়-পরবর্তী খবরদারি জোরদার করা প্রয়োজন। রায় বাস্তবায়নে আদালতের আদেশ ও নির্দেশ প্রতিপালন নিশ্চিত করতে অবমাননা-সংক্রান্ত ক্ষমতার প্রয়োগ অত্যন্ত জরুরি।[৭৪] বেলা -এর রিজওয়ানা হাসান যেমন বলেনঃ

> *বিচার বিভাগকে তার নিজের নির্দেশ বাস্তবায়নের ব্যাপারে অবিচল থাকতে হবে। যারা জনস্বার্থ মামলা করেছে এবং রায় পেয়েছে তাদেরকেও আদালতের নির্দেশ বাস্তবায়নে অনড় থাকতে হবে। জনস্বার্থ মামলাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে দীর্ঘ সময়ের দরকার। আদালত অবশ্যই স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে কাজ করতে পারে। উদাহরণত, একজন বিচারক যদি বায়ুভর্তি হর্ণের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে রায় দেন এবং পরে তিনি এই হর্ণের ব্যবহার হতে দেখেন, তখন তিনি স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে কাজ করতে পারেন। সবক্ষেত্রে এটার প্রয়োগ সম্ভব হবে না কারণ তাঁর তথ্যের উৎস সীমিত। কিন্তু যখন প্রকাশ্যভাবে কোনো লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে, বিচারক অবশ্যই স্বেচ্ছা প্রণোদিত হতে পারেন। সকল আদালতের বিচারকদের সংবেদনশীলতা বাড়াতে হবে।*

জনগণের সচেতনতা ও সম্পৃক্তি বৃদ্ধি

পরিশেষে, জনগণের সচেতনতা ও নাগরিকদের সম্পৃক্তি আরো বাড়াতে হবে। নাগরিক বা আগ্রহী আইনজীবি আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার পরই আদালত বিষয়টাতে লিপ্ত হতে পারে। জনস্বার্থ মামলার সম্ভাব্য উপকারিতা সম্বন্ধে জনগণকে অবহিত হতে হবে। সম্ভব হলে সাধারণের মধ্যে থেকেই কেউ না কেউ বিবেকবান নাগরিকরূপে দায়িত্ব পালন করবেন অথবা তাঁরা আনুষঙ্গিক সুযোগলাভে ব্যর্থ হলে তাঁদের পক্ষ থেকে মামলা পড়বার জন্যে কোনো সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

[৭৪] Sorabjee, Soli J. (1997). "Protection of Fundamental Rights by Public Interest Litigation" in Public Interest Litigation in South Asia: Rights and Remedies; Hossain, Sara; Shadeen Malik and Bushra Musa (Editors). University Press Limited, Dhaka, p.39.